খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

বাংলা নববর্ষ

- ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ছন্দে বাঁধা
- বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরী করুন
- নববর্ষেই আমার জন্মদিন, ক্যান্সারকে ভয় পাবেন না
- হালখাতার ধরণ বদলে গিয়েছে

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE

Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE

Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course

Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

TERAI INTERNATONAL SCHOOL

Registration No : SO185236

HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII

- DAY BOARDING FACILITY
- FULL BOARDING FACILITY
- TRANSPORTATION FACILITY
- EXTRA CURRICULUM ACTIVITY

উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

BETHEL INSTITUTE FOR THEOLOGICAL STUDIES

Accredited to IATA

COURSE OFFERED :

1. Bacholor of Theology (B.Th) Residential & Extension
2. Master of Divinity (M.Div) Extension Program
3. Bacholor of Arts (B.A.)
4. Master of Arts (M.A.) IGNOU

Highlights : *First Come First Served*

1. Scholarship available for the deserving Candidates
2. Well experienced and qualified faculties
3. Well equipped class - room facilities
4. In the process of accrediting with MLCU

hurry up

2023- 2024 Admission Open

CONTACT US:

Call - 9614302436, 6295998586

Kaziman Pradhan Road, Methibari, Darjeeling - 734002

শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা
১৪৩০

আনন্দলোক
মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল
শিলিগুড়ি

আপনার পাশে আপনার সাথে

Anandaloke
MULTISPECIALITY HOSPITAL
(A unit of Anandaloke Medical Centre Pvt. Ltd.)

SCOPE OF SERVICES

- Anaesthesiology
- Cardiology
- Cardiothoracic Surgery
- General Medicine
- General Surgery
- Nephrology
- Medical Gastroenterology
- Neurology
- Neuro Surgery
- Gynaecology
- Orthopedics
- Urology
- Otorhinolaryngology
- Paediatrics (Incl. NICU)
- Plastic & Reconstructive Surgery
- Pulmonology

ON APPOINTMENT BASIS ONLY

- Clinical Haematology
- Pediatric Surgery
- Psychiatry
- Rheumatology
- Endocrinology

2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI - 734001, WEST BENGAL, INDIA

✆ 0353-2540980 / 2544352, 8116600200 / 9800600400
email: info@anandaloke.com, Visit us: www.anandaloke.com

Quick Emergency Care

24x7 Emergency Care
Critical Care Ambulance Services
24x7 Doctor 24x7 Pharmacy
ICU Advanced Diagnostic Services

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VI Issue-9
1st March-31st March 2023 **BENGALI NEW YEAR**
ষষ্ঠ বর্ষ-সংখ্যা-৯ নববর্ষ চৈত্র , ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
মার্চ ২০২৩ নববর্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা) জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), বাবলু তালুকদার (ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ারসোসাইটি), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা.....ডাক্তার সুশান্ত রায়.....০৩
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....০৫
আমাদের জীবনটাই ব্রিটিশ প্রভাব হেতু ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ছন্দে বাঁধা.....ডাঃ গৌরমোহন রায়.....১১
নতুন সূর্য আলো দাও.....পাঞ্চালী চক্রবর্তী.....১৪
আমাদের বর্ষবরণ.....রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.....১৪
বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে নববর্ষ পালনের
প্রতি একটা অনীহা দেখা দিচ্ছে.....অনিল চন্দ্র রায়.....১৫
হালখাতার ধরণ বদলে গিয়েছে.....শিবেশ ভৌমিক....১৭
শুভ নববর্ষের উদযাপন.....অনিল সাহা.....১৮
নববর্ষেই আমার জন্মদিন, ক্যান্সারকে ভয় পাবেন না..সুব্রত দত্ত..১৯
হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু.....মৃনাল দত্ত.....১৯
আমার নাম নব, নববর্ষেই আমার জন্ম.....নবকুমার বসাক.....২০
সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা.....অনিন্দিতা চ্যাটার্জী.....২০
পয়লা বৈশাখে লাঞ্চ ফ্রী.....চন্দ্রা দাস.....২১
বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরী করুন.....বিপ্লব রায় মুহুরি.....২৪
পয়লা বৈশাখে এবারেও সিটি সেন্টারে বর্ষবরণ..অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়.....২৬
স্বাগত বাংলা নববর্ষ ১৪৩০.....আশীষ ঘোষ.....২৯
পহেলা বৈশাখ নিয়ে আসুক পরিবর্তন...সজল কুমার গুহ.....২৮
দয়া করে কেউ বাংলা ভাষাকে ভুলে যাবেন না...নির্মল কুমার পাল.....৩০
প্রতি বছরই আমি বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করি...সুজিত ঘোষ.....৩১
ঐতিহ্য বজায় রাখতে বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করি..প্রতাপ কর্মকার.....৩২
পয়লা বৈশাখে বার পুজো খড়িবাড়িতে.....পুষ্পজিৎ সরকার.....৩৪
নতুন বছর ভালো হোক.....ইন্দ্রনীল মুখার্জী.....৩৪
প্রভু যীশুর ক্ষমার দর্শন এক বিরাট আলোর রাস্তা
রেভারেন্ড আই সাইমন ওয়ালিং.....৩৬

ঃ কবিতা ঃঃ

১লা বৈশাখ.....তন্ময় ঘোষ.....০৮
নববর্ষে সে রং ছড়ায়.....গোপা দাস.....০৮
এখানে আমি আছি আমার মতো.....নির্মলেন্দু দাস.....০৯
নববর্ষের শুভেচ্ছা.....মুকুল দাস.....০৯
তোমায় করি বরণ.....গোপা দাস.....১১
কালবৈশাখী.....রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.....১৭
নববর্ষ.....অর্চনা মিত্র.....১৮
পহেলা বৈশাখ.....পূজা রায়.....২২
বাংলা ভাষা.....ধনঞ্জয় পাল.....২৩
পার্বনের আনন্দ.....কবিতা বনিক.....৩০
এলো বৈশাখ.....অদিতি পি চক্রবর্তী.....৩৫
নববর্ষ.....রতন বিশ্বাস.....৩৫

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

করোনা লকডাউনের গ্রাসে মৃত নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড !
হালখাতার কার্ড মৃত্যুপথ যাত্রী.....১৬
ক্যান্সার মানে হেরে যাওয়া নয়, নববর্ষের বার্তা ক্যান্সার আক্রান্ত এই ব্যক্তির.....২০
উত্তরবঙ্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার চিকিৎসা জগতে নতুন দিশা আনন্দলোকের পেট সিটি স্ক্যান ও গামা মেশিন.....৩৭

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

''নিশি অবসান প্রায় ঐ পুরাতন বর্ষ হয় গত
আমি আজি ধূলিতলে জীর্ণ জীবন করিলাম নত।
বন্ধু হও, শত্রু হও যেখানে যে রও
ক্ষমা কর আজিকার মত
পুরাতন বরষের সাথে পুরাতন অপরাধ যত।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

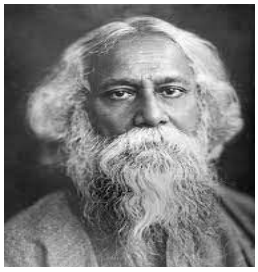

সম্পাদকীয়

স্বাগত ১৪৩০

বাংলার নিজস্ব বছর ১৪৩০ শুরু পয়লা বৈশাখে। ইংরেজির চাপে বাংলা আজ বাঁচতে চায়। ছেলেমেয়েরা সব ইংরেজি স্কুলে পড়ছে। শুধু পড়া আর পড়ার চাপ। সিলেবাস আর সিলেবাসের পড়ার চাপ। ফলে সেই চাপ সামলাতে আর ইংরেজি মাধ্যমের আদবকায়দার শৃঙ্খলা সামালতেই বিধ্বস্ত বাংলার ঘরের শিশুরা। বিধ্বস্ত তাদের অভিভাবকরা। প্রচুর টাকা খরচ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতে। তবু পড়াতে হবে। ইংরেজি মাধ্যমে না পড়লে যে ক্যারিয়ার তৈরি হবে না। আমরাও বলবো ইংরেজি শিখুক, ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুক ছেলেমেয়েরা। ইংরেজি না শিখলে আমরা পিছিয়ে পড়বো। কিন্তু প্রশ্ন হলো নিজের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে কেন? ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে গিয়ে আমরা সব নিজেরটা ভুলে ইংরেজিতেই ডুব দিয়েছি। এটা কি সঠিক হচ্ছে?এরপর কি আমরা আমি বাঙালি বলা ছেড়ে আমি বাংরাজি বলতে থাকবো?

বাংলার সংস্কৃতি , বাংলার ভাষা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। বাংলার মেধা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার মনিষীরা গোটা বিশ্বে বহু ভাবে আলোর সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আজ সেই বাংলা সব ভুলতে বসেছে।এমনকি পয়লা বৈশাখের ঐতিহ্যও বাংলার জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন আর কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না, ফলে ঘরে ঘরে সুগার। রস গোল্লা তাই পাত থেকে উবে গিয়েছে। অতীতে এমন ছিলো না, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বাংলার ছেলেমেয়েরা যোগাযোগ করতো দুই পায়ের সাহায্যে। এখন সব মোবাইল গ্রাস করেছে। মুড়ি, চিড়ে, দই, রুটি আর খেতে চায় না ছেলেমেয়েরা। চটজলদি নানা কেমিকালের স্বাদ মেশানো ম্যাগি, চাউমিন , মো মো বাজার দখল করে নিয়েছে। বাংলায় কথা বলতে বাংলার ঘরে ঘরে অনেক ছেলেমেয়ে লজ্জা পায়। বাংলায় কথা বললে নাকি স্মার্টনেস প্রকাশ পায় না।

নতুন বছরে এসবই আক্ষেপ। যদিও এরমধ্যেও অনেক ব্যতিক্রম রয়েছে। সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। লেখক, বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। তাদের সকলের সহযোগিতাতেই এবারের এই পয়লা বৈশাখ সংখ্যা। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন বছর ভালো কাটুক।

সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা

ডাক্তার সুশান্ত রায়

(শিলিগুড়ি তথা উত্তর পূর্ব ভারতের চিকিৎসা জগতে একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ডাঃ সুশান্ত রায়। তিনি আনন্দলোক মাল্টি স্পেশালিস্ট হাসপাতালের প্রধান কর্ণধার। চিকিৎসা জগতে তিনি শিলিগুড়িতে আলোড়ন ফেলেছেন। শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য বাইরে থেকে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ আসেন। সেইসব মানুষরা আনন্দলোকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হচ্ছেন । স্বাস্থ্য শিল্পে বিরাট একটি নাম ডাক্তার সুশান্ত রায়। খবরের ঘন্টার সব পাঠককে তিনি শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। খবরের ঘন্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তা নিচে দেওয়া হলো?)

''সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি। নববর্ষ এলে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। তখন নববর্ষ খুব ভালোভাবে পালন করা হোত। স্কুলে কলেজে মাঠে নববর্ষকে সুন্দর করে স্বাগত জানানো হোত। সেসব আমাদের মনে গেঁথে রয়েছে। এখন দেখছি লোকজন ধীরে ধীরে বাংলা নববর্ষকে ভুলে যেতে বসেছেন।আমরা এখন নিউ ইয়ার্সের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছি। আমাদের মাতৃভাষাও ভুলে যেতে বসেছি। আমাদের মাতৃভাষা যাতে বেঁচে থাকে সেদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। পয়লা বৈশাখ বেশি করে পালন করুন। নতুনভাবে পরিকল্পনা করে জীবন শুরু করুন এই দিনে।

আমরা আনন্দলোক হাসপাতাল শিলিগুড়িতে অনেক উন্নয়ন করতে পেরেছি। খুব ছোট অবস্থায় আমরা শুরু করেছিলাম। আমাদের এখানে এখন হার্টের বাইপাস অপারেশন হচ্ছে। যে কোনো হার্টের রোগী এলে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তারজন্য কার্ডিওলজিস্ট আছেন,কার্ডিওসার্জেন , কার্ডিয়াক অ্যানাসথেসিস্ট রয়েছেন। আমরা একটা টিম গঠন করে ভালোভাবে চিকিৎসা করবার চেষ্টা করছি। নতুন সংযোজন আমরা করতে চলেছি আমাদের ডায়াগনস্টিকসেন্টারে । তা হলো পেইট সিটি স্ক্যান। আমরা উত্তরবঙ্গে প্রথম এই সিটি স্ক্যান আনছি। এপ্রিলের মধ্যেই আশা করি এটা বসে যাবে। ক্যান্সার রোগী বেশ ভালোভাবে চিহ্নিত করা যায় এই স্ক্যানের মাধ্যমে। এই সিটি স্ক্যানের জন্য এখানকার মানুষদের কলকাতা বা বাইরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা এটা শুরু করতে চলেছি। এর বাইরে আমরা গামা ক্যামেরা আনছি। ক্যান্সারের চিকিৎসার ব্যবস্থাও আমরা করবো। ক্যান্সারের চিকিৎসা অনেক উন্নত হয়েছে। আমরা হয়তো অনেক কিছু জানি না। কিন্তু বাংলার বাইরে ক্যান্সারের অনেক উন্নত চিকিৎসা করছেন অনেকে। বহু বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, তাদেরকে আমরা এখানে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। এতে আশা করি সবাই উপকৃত হবেন।

নতুন আর একটি ইউনিট তৈরি করবারও আমরা চিন্তা করছি। আর একটি বড় হাসপাতাল করতে চাইছি ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে ফাঁকা জায়গায়। আন্তরিকভাবে আমরা এটা শুরু করতে চাই। আমাদের এখন শিলিগুড়ি সেভক রোডে আনন্দলোক হাসপাতাল যেমন রয়েছে তেমনই আমাদের নার্সিং স্কুল, নার্সিং কলেজ ও প্যারা মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট রয়েছে। এখানে আমরা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের অনুমোদন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর ব্যবস্থা করছি। এতে পাহাড় সমতলের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছেন। আমাদের কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে ছেলেমেয়েরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের এখান থেকে পাশ করা বা প্রশিক্ষন নেওয়া ছেলেমেয়েরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ছেন। এতে আমরা খুশি। আমরাই প্রথম উত্তরবঙ্গে শুরু করেছিলাম নার্সিং ইন্সটিটিউট।

আমাদের এখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে সাতশজন কাজ করছেন। নতুন ইউনিট তৈরি হলে আরও অনেকের কর্মসংস্থান হবে। দক্ষিন ভারতে যাওয়ার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। কারণ শিলিগুড়িতে আগে এত উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিলো না। এখন অনেক উন্নত চিকিৎসা হচ্ছে শিলিগুড়িতে। সব ধরনের চিকিৎসা মোটামুটি এখানে হচ্ছে। এর আগে যখন আমরা কাজ শুরু করেছিলাম ২০১২

বা ২০১৩ সালে তখন সবসময় আমরা রোগীদের দেখতাম, গল ব্লাডার অপারেশনের জন্য চেন্নাই বা দক্ষিন ভারতে যেতেন। আজকে কিন্তু কেউ একথা বলে না। আজকে কিন্তু তারা শিলিগুড়িতেই চিকিৎসা বা অপারেশন করছেন। ব্রেন বা কাডিয়াক অপারেশন সব শিলিগুড়িতে হচ্ছে। বাইরে থেকে খরচও কম হচ্ছে। বরঞ্চ বাইরে গেলে রোগীর সঙ্গে আরও লোককে যেতে হয়। তাদের যাতায়াত, থাকা খাওয়ার খরচ রয়েছে। শিলিগুড়িতে চিকিৎসা করালে কিন্তু অনেক কমেই চিকিৎসা হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের আনন্দলোকে স্মাইল ট্রেন্ড বা বাচ্চাদের ঠোঁট কাটা অপারেশন করি। পুরোপুরি বিনামূল্যে আমরা এই অপারেশন করি। সাধারণত এই অপারেশনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো খরচ হয়। জন্মের পর থেকে বারো বছর পর্যন্ত হয়। চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমরা অপারেশন করি। এই অপারেশনের জন্য রোগীদের গাড়ি ভাড়াও দেওয়া হয়। রোগীর পরিবার এখানে এসে থাকলে খাওয়াদাওয়াও দেওয়া হয়। এই সুবিধা উত্তরবঙ্গে আমরা অনেকদিন ধরে দিয়ে আসছি।

কার্ডিয়াক চিকিৎসার জন্য আমাদের এখানে সব বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। এরজন্য আর বাইরে যেতে হবে না। এখন চিকিৎসা ব্যয় সত্যিই বেড়ে গিয়েছে। নতুন নতুন মেশিন আসছে। সেইসব মেশিনের খুব দাম। তাই চিকিৎসা ব্যয় খুব বেড়েছে। তাই আমার মনে হয়, সবাই ইন্স্যুরেন্স করলে অনেক সুবিধা পাবেন। সঞ্চয়ের কিছু অংশ ইন্স্যুরেন্সের পিছনে ব্যয় করলে তাদের ভবিষ্যতে চিকিৎসা ব্যয় নিয়ে বিশেষ টেনশন থাকবে না।

ছোট থেকেই বেশি করে স্বপ্ন দেখতাম এরকম হাসপাতাল খোলার। ঈশ্বর হয়তো সাথ দিয়েছেন। বিদেশেও আমি চাকরি করে এসেছি। শূন্য থেকে শুরু করে আজ এই জায়গায় এসে পৌঁচেছি। অনেক বাধা সহ্য করতে হয়েছি। নিজের দেশে এসে কাজ করবো, দেশের মানুষের সেবা করবো এই ভাবনা থেকে বিদেশ থেকে চলে এসেছি। বিদেশে থাকলে আমার নিজেরই উপকার হোত আর কারও উপকার হোত না। তাই সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি দেশের মাটিতে।

নতুন যারা এই স্বাস্থ্য শিল্পে আসতে চাইছেন তাদেরকে অবশ্যই স্বাগত জানাই। কিন্তু প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হবে। খুব সিরিয়াসভাবে আসতে হবে।যত সহজভাবে আমরা ভাবি কাজটা তত সহজ নয়। কাজটা খুবই কঠিন। অবশ্যই নতুনদের প্রয়োজন হচ্ছে। শিলিগুড়িও বড় হচ্ছে। তাই স্বাস্থ্য শিল্পেও নতুনদের দরকার।

আমাদের নার্সিং স্কুল ও কলেজের মেয়েরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্বাস্থ্য শিবিরে অংশ নিচ্ছে। অনেক দুর্গম স্থানে গিয়ে আমরা স্বাস্থ্য শিবির করছি বিনামূল্যে। এভাবে আমরা সমাজের সেবা করছি।

নয় একর জমির ওপর আমাদের নতুন হাসপাতাল হচ্ছে ইস্টার্ন বাইপাসে।

নতুন বছরে সকলের সুস্থতা প্রার্থনা করছি। সবাই ভালো থাকুন। ”

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়--৪)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ" ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয় ?" মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহনে কে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগী। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভী রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হয় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গীর জলের দিকে তাকিয়ে বোললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বহেগী তবতক গঙ্গা রহেগী। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা ভি নহি রহেগী। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গা।"কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তখনো গোধূলী বেলা ছিল। ঠিক কথা আমি আমার দেখার যন্ত্রনা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই সেই সব দেখা অভিজ্ঞতাগুলোকে লিপিবদ্ধ করি। অদ্ভূত ব্যাপার লেখা শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রনাও শেষ হয়ে যায়। মনের ভেতরে অভিজ্ঞতার ঘাত প্রতিঘাতের ফলে যে আলোড়ন হয় সেগুলো শান্ত হয়ে যায়।তাছাড়া ঘটনাগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। ব্যাগটি আবার কাঁধে ফিরে এলো, নিজের অজান্তেই হাতটা ভেতরে ঢুকে গিয়ে একটি পান্ডুলিপি উঠে এলো। এর বেশিরভাগ চরিত্র জীবিত। লেখার নিয়মে স্থান এবং কালকে ঠিক রেখে চরিত্রগুলোর নাম ও গঠনে কিছু পরিবর্তন করা হলো। কারন বেশিরভাগ চরিত্রের অধস্তন পুরুষরা বর্তমান। তরে মঙ্গলামাসী নামটি অপরিবর্তিতই রইল। এর সাথে গল্পের মূল চরিত্রের জীবনটি জড়িয়ে রয়েছে যা খুবই সংবেদনশীল। ---মুসাফীর।

(গত সংখ্যার পর)

দেখতে দেখতে মঙ্গলামাসীর মাঠ ছোট হয়ে গেলো ভাগলপুর খুব প্রাচীন শহর। মহাভারতের সময় অঙ্গ রাজ্যের এক প্রধান বন্দর নগরী

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড ● অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন(গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি

লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস

(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

বলে জানা যায়। সপ্তম শতাব্দীর চিনা পরিব্রাজক হুয়ানজাং ও ফ্যাকসিয়োন তাদের লেখার বর্ণনা করেছেন যে ভাগলপুরের অন্তর্গত চম্পানগর ছিল খুব ব্যস্ত ও সমৃদ্ধ এক বন্দর নগর। এখনো চম্পা নালা রয়ে গেছে, তার কঙ্কালসার অবস্থা। ভাগলপুরকে সিল্ক সিটিও বলা হয়। বিশেষ ধরনের এক সিল্ক যা তুষার সিল্ক নামে পরিচিত,সেই সিল্কের শাড়ি খুব বিখ্যাত। একটা সময় ছিল যখন ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালিদের কালচারের খুব সুনাম ছিল। বহু নামী মানী গুনি মানুষদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত নায়ক অশোক কুমার এই শহরেরই মানুষ। আরো অনেক চিত্র তারকারা এই শহরের থেকে উঠে এসেছেন। শরৎচন্দ্র বেশ কিছুদিন তাঁর এক আত্মীয়ের গঙ্গার ধারের বাড়িতে থাকতেন। বিখ্যাত চরিত্র শ্রীকান্তর এখানেই সৃষ্টি, তাঁর বহু স্মৃতি বিজড়িত এই শহর। এশিয়ার প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এই শহরেরই মানুষ। শহরের যে দিকে গঙ্গা বহে যাচ্ছে ওই দিকটি বেশ চড়াই-উৎরাই, তরাই অঞ্চলের মতো। সেদিকের রাস্তাঘাট বাড়িঘর সবই কিছুটা পাহাড়ি অঞ্চলের মতো উঁচু-নিচু। অনেকেই জানে না যে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা ডাক্তারও এই ভাগলপুর শহরের এক রত্ন-ডাক্তার কাদমবিনি গাঙ্গুলি।

আমরা অর্থাৎ বাবা, মা , দিদি ও আমি এই ছিল আমাদের পরিবার। বাঙ্গালী টোলার মোশাকচক অঞ্চলের ছোট পোস্ট আপীসের একটি অংশে আমরা ভাড়া থাকতাম। এই দাঁড়া, তুইতো বলেছিলি তোর বাবা তোর মা, এক মাসী ও তোর এক দিদিকে নিয়ে দেশ ভাগের দাঙ্গার সময় ঢাকা শহর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। তোদেরতো পূর্ব বাংলা হচ্ছে আদিনিবাস। তোরা হোলি বাঙ্গাল। তোদেরতো কলকাতায় অনেক নামিদামি আত্মীয়স্বজন রয়েছে। তোর বাবার মতো ওই সময়ের হাইলি কোয়ালিফায়েড লোককে ভাগলপুর কেন যেতে হলো। ঠিক ধরেছিস, ওটা আমার বাবার জীবনের একটা খুবই দুঃখজনক পার্ট। সব আত্মীয়স্বজনরা প্রায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এমনকি যারা বাবার সাহায্য ও ব্যবস্থাপনায় কলকাতা শহরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে পায়ের তলায় মাটি শক্ত হয়েছে, তারাও কোন হেল্প করেনি। আশ্রয় দিয়েছে নিরুপায় হয়ে কিন্তু ওই পর্যন্তই।

(ক্রমশ)

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

চারদিকে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি দূর হোক।
নববর্ষ নিয়ে আসুক আমাদের জীবনে সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য্য।

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি

১লা বৈশাখ

তন্ময় ঘোষ
(শিবরামপল্লী, শিলিগুড়ি)

আজ গণেশের পুজো দিয়ে বৈশাখ শুরু,
শেষ পুজো গাজনের, ছিল ঢাক গুরু-গুরু।।
দোকান বাজার সাজে, ফুলের শোভায়,
বাকির অঙ্ক সবই, আজ উঠবে খাতায়।।
পথে-ঘাটে বাজারেতে চলে কত লোক,
আজ হালখাতা, শিশুচোখে আহারের ঝোঁক।।
সবার হাতে সাজে তারিখের তালিকা,
নতুন পোশাকে সাজে, ছোট্টো যে বালিকা।।
আজ দোকানের চারিদিক কেদারায় মোরা,
মিঠের দোকান সব নানা পদে ঘেরা।।
দোকানি-ক্রেতায় চলে মিষ্টির বুলি,
ক্রেতার মুখেতে সাজে চন্দ্রের পুলি।।
কমবেশি মিষ্টি ভালবাসে সকলে,
ভালবেসে রাজভোগ রাজা নেন দখলে।।
সবে মিলে মুখে তুলি তালশাঁস-মিষ্টি,
ময়ড়ার হাতে গড়া কত কিছুই সৃষ্টি।
সৃষ্টিতে সীতাভোগ স্বাদ কিছু কম না,
আজ ১লা বৈশাখ মিষ্টির বন্যা।।

নববর্ষে সে ছড়ায় রং

গোপা দাস
(শরৎপল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

এই বিশ্বে কৃষ্ণ কালোর পাশে শুধু আলো
তাই পৃথিবী কখনো করে না মুখ কালো।
এমন সুখ বিলাস ভূমিতে এসেছি আমি,
পেয়েছি তোমাকে, পাশে আছ তুমি।
তাই কৃষ্ণ আমার সাধনা, জগতের করুনা
নতুন অথবা পুরাতন সে কখনো হয় না।
এই নববর্ষে সে ছড়ায় রং
খুশির আকাশে থাকে নানা ঢং।
অশুভর মাঝে শুভকে চেনায় সে
মন দিয়ে চিনে নেওয়া, চেনায় প্রভুকে।

With Best Compliments From :
Pradip Biswakarma
CELL : 97349-51717
95473-07273

M/S VAISHNO CONSTRUCTION

CIVIL & ELECTRICAL CONTRACTOR

121, BURIBALASAN, COLLEGE PARA
POST. : BAGDOGRA, DIST. DARJEELING
PH. : 0353-2524147
E-mail : vaishnoconstruction2014@gmail.com

এখানে আমি আছি আমার মত

নির্মলেন্দু দাস

(কবি চন্দ্রচূড়--- শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আসে বর্ষ, বর্ষ শেষে বিদায় নয়
ফিরে দেখা পৃথিবীর নয়ন।
তুমি আমি চোখে চোখ রাখি,
ক্ষনিক সম্ভারে ডুবি,
অন্য কোন ভালোবাসার কথা ভাবি।
এভাবে নতুনের স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত প্রাণী
এভাবে টিকে আছে ধূর্ত অবলা ধরণী।
নিজে যতটুকু বুঝি বুঝাই ওকে---না বোঝে রমণী,
আমি তাকিয়ে থাকি সব বয়সে, বোকা সচল ধমনী।
দিন দিন প্রতিদিন, আসে দিন যায় দিন,
প্রিয়া ভাবে যৌবনের মৃত্যু নেই, ভূমিতে হবে না লীন।
পুরাতন আধারে ঢাকে নতুন রেখার পাশে
জীবন থাকে জীবনের মত সবার সাথে মিশে।

নববর্ষের শুভেচ্ছা

মুকুল দাস

(বয়স--৯৮, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

নববর্ষ এলো -- দিন যায় পুব থেকে পশ্চিমে।
সকাল সন্ধ্যা পাঁক খায় সময়কে সঙ্গে নিয়ে।
সুপ্রভাত বলি রোজ।।
কাল বলেছি শুভ নববর্ষ।
শুভেচ্ছার ছড়াছড়ি চারিদিকে
আমার ভান্ডার বুড়ো হয়েছে,
কতটুকু আছে শুভেচ্ছা ওখানে জানা নেই আমার।
তথাপি যতটুকু আছে দিলাম বিলায়ে --
ভালো থেকো সবাই তোমরা দেশেবিদেশে।।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মা তারা ডিস্ট্রিবিউটর্স

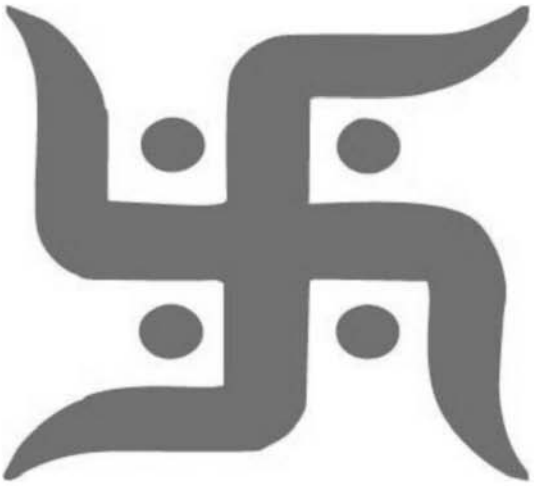

উত্তম কুমার সাহা

সুভাষ মার্কেট, বিধান মার্কেট
শিলিগুড়ি

আমাদের জীবনটাই ব্রিটিশ প্রভাব হেতু ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ছন্দে বাঁধা

ডঃ গৌরমোহন রায় (সুকান্ত নগর, শিলিগুড়ি)

এখনতো বিভিন্ন দেশের জীবন যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেখানে একটা আন্তর্জাতিক প্রভাব রয়েছে বলে আমার ধারণা। সেরকম প্রভাবতো আমাদের দেশেও রয়েছে। পাশ্চাত্যের প্রভাবতো গত তিনশ বছর ধরে চলেছে আমাদের দেশে। অনেকটা মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। একসময় দুর্গা পুজো হোত, আর দুর্গা পুজোর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তেন ইংরেজ শাসকবর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। তারপর তার সমৃদ্ধি ঘটলো। এই পুজোর জাতীয়করন হলো এবং সার্বিকতা হলো। কিন্তু প্রথম দিকে ওই ইংরেজ শাসক বর্গের সঙ্গে একটা যোগাযোগ ছিলো। তেমনি করেই এই যে পয়লা বৈশাখ ১৪৩০ এসে গেছে, এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সকলেই যে সচেতন ও সজাগ এবং সানন্দ চিত্তে তাকে বরন করতে ইচ্ছুক বলে আমার মনে হয় না। কারণ আমাদের জীবনটাই ব্রিটিশপ্রভাবহেতু ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ছন্দে বাঁধা। সেইভাবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। আমাদের স্কুল কলেজ , শিক্ষা ব্যবস্থা , অফিস আদালত এবং বাইরের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম সবই ওই ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। সেটাই সুবিধাজনক এবং সেটা একটা সর্বভারতীয় রীতিতে পরিণত হয়েছে। এটাকে এখন অস্বীকার করা যায় না। যায় না এজন্য যে এটা জীবনের বাস্তবতা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভুলে যাবো। একটা উদাহরন দিই। জাপানে কিছু কিছু জাতীয় উৎসব রয়েছে, ওরা সেই উৎসবগুলো খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। যেমন চেরি ফুলের উৎসব। জাপানিরা খুব আন্তরিকতা বা আনন্দের সঙ্গে চেরি ফুলের উৎসবের দিন পালন করে। আমাদের এখানে দোল বা হোলি বা রবীন্দ্রনাথের বসন্ত উৎসব যাকে আমরা বলি সেই উৎসব জাতীয় স্তরে পালিত হয়। ভালো

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

ফোন ঃ ৯৪৩৪৪৬১৯৫৪

অনিল চন্দ্র রায়

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী

প্রধান নগর, শিলিগুড়ি।

তোমায় করি বরণ

গোপা দাস

(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

বসন্তে শাখে শাখে ফুল ফুটে রয়।
আনন্দে তরু শাখে মৃদু বাতাস বয়।
বর্ষ শেষে নতুন করে তোমায় করি বরণ,
সারা বছর ভালো থাকে যেন সবার মন।
বসন্ত আগমনে তরুসব নব যৌবন পায়,
পাখিরা পাখা নাড়ে নীল পাহারায়।
পাহারীয়া মাদল বাজায় চাঁদনী আকাশ তলে।
গানের তালে নাচে নারী ধিতাং ধিতাং তালে।

ভাবেই হোক আর মন্দভাবেই হোক সেটা পালিত হয় এবং সবাই তাতে অংশগ্রহন করেন। এটা আনন্দের বিষয়। কিন্তু অতখানি ব্যাপকতা ও গভীরতা আর তাৎপর্য পয়লা বৈশাখ বহন করে বলে আমার জানা নেই। পয়লা বৈশাখ বিষয়টি আমাদের যে বাণিজ্যিক মহল সেখানে কিছু মানা হয়। নতুন খাতার ব্যাপার আছে, সেখানে আর্থিক একটা লেনদেনের ব্যাপার আছে। কিছু পুজো অনুষ্ঠানও হয় । সেটা একদিক থেকে ভালো। আর আমরা যারা এখনও সংস্কৃতিপ্রাণ তাঁরা কিন্তু এই নববর্ষের শুভেচ্ছা ফোন মারফৎ করে থাকি। আগে কার্ড বা চিঠির খুব প্রচলন ছিলো। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকি। এটা খুব ভালো প্রথা। আমাদের মধ্যে একটা জিনিস খুব বিস্ময় বা আনন্দের তা হলো, আমরা যেমন পয়লা জানুয়ারিকে নববর্ষ বলে মনে করি ব্রিটিশহেতু, সেইরকম আমাদের ভারতীয় প্রভাব যেটা কার্যকরী হয়ে আছে এখন সেটা হচ্ছে পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ খুব আনন্দের ঋতুর সূচনা বলা যেতে পারে। বিশেষ করে রবীন্দ্র সংস্কৃতিতে পয়লা বৈশাখের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থ রয়েছে , গীত বিতান রয়েছে, যেখানে গ্রীষ্ম এবং অন্য ঋতু অবলম্বনে তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন। চিত্রা কাব্যে আমরা যেমন দেখি নববর্ষ সূচক তাঁর কবিতা রয়েছে। খুব মনোজ্ঞ সেটি। পুরাতন বছর চলে গেলো, নব বছর এলো তিনি তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। পুরাতন বৎসরকে তিনি বিদায় জানিয়েছেন সকরুন হৃদয়ে। এটা রবীন্দ্র চেতনার মধ্যে রয়েছে। শান্তিনিকেতেন এটি পালিত হয়। যেমন বসন্ত উৎসব পালিত হয় দোলকে অবলম্বন করে ঠিক তেমনি করে এই নববর্ষ পালিত হয় সাড়ম্বরে। এটা রবীন্দ্র সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আমরা বলতে পারি। তাঁর কবিতা ও গান ব্যতীত বিচিত্র প্রবন্ধ বলে একটি বই রয়েছে। সেখানেও নববর্ষের কথা বলা আছে। অন্য ঋতু বিষয়ক রচনাও আছে। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি কেটে গেলো এবং নতুন সূর্যোদয় হলো। সূর্যোদয় নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছিন্ন পত্রের একটি চিঠিতে বলছেন, জগতে অনেক ঘটনা আছে যেগুলো পুরাতন হয়ে যায়। এগুলো মানব সৃষ্ট। কিন্তু কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা আছে যেটা প্রতিদিন ঘটে চলেছে। তথাপি তার মৃত্যু নেই, তারমধ্যে কোনো জীর্ণতা নেই। কোনো অবক্ষয় তাঁকে স্পর্শ করে না। সেটি কি?--না, প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। এই মহাসত্য তিনি উচ্চারন করেছেন তাঁর ছিন্ন পত্রের একটি চিঠিতে। আমার মনে হয়, এমন করে প্রকৃতির সঙ্গে একটা আন্তরিক যোগসাধন অন্য কোনো কবি তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে করেননি। নববর্ষ এবং নববর্ষা , এসব নিয়ে কবিতা গান আরও অনেক কবি লিখেছেন। বা কিছু গদ্য রচনাও আছে। সেগুলো মিথ্যে নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিষয়ের গভীরে

With Best Compliments From :~

CELL : 9434308147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

মুক্তা হোটেল

এস এন বোস পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে,
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি
মোবাইল --৭৬০২২৪৩৪৩৩

প্রবেশ করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই উদার ও প্রকৃতি কেন্দ্রিক মনোভাব এই নববর্ষের চেতনাটি জড়িত হয়ে রয়েছে।

জানুয়ারির সূচনায় যে কার্ড আমরা বিনিময় করি, পয়লা বৈশাখে সেই ব্যাপকতা নেই। এরজন্য সচেতনতা দরকার। বিশেষ করে নবীন সমাজ, কিনে না হোক, নিজে হাতে আঁকা ছবি দিয়ে কার্ডের বিনিময় হোত বন্ধুবান্ধব মহলে তাহলেও এই দিনটি আরও সজীব হয়ে দেখা দিতো। সুতরাং আমার মনে হয় নবীনদের এই মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। আমরা যারা বয়স্ক মানুষ তাদের।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জী। সেই দিক থেকে এটা এসেছে। বারোটা মাস ও ছয়টি ঋতু আমরা ঠিক করে নিয়েছি। বিশেষ করে আমাদের শাসকবর্গীয় প্রধান যে জীবন একটা সময় ছিলো , বিভিন্ন শাসক এসেছেন নানা সময়ে, তারা নানাভাবে এর সংস্কার সাধন করেছেন। যেমন আকবরের নামের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বাংলা সালের বিষয়টি। আগে হিজরি সন ছিলো। বৈশাখ মাসকে বারো মাসের প্রথম মাস বলে ধরি, এটাও প্রাচীনই বলা যেতে পারে। বহু শতাব্দী ধরে এটি পালিত হয়ে আসছে। আগে রাজা মহারাজা এবং জমিদারেরা এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।নববর্ষের উৎসব তারা পালন করতেন। যেমন দুর্গোৎসবের বয়স সাত আটশ বছর হবে তেমনই নববর্ষের উৎসব করতেন। যেমন একসময় ব্রিটিশ সংস্কৃতির সঙ্গে কলকাতাভিত্তিক বাঙালি জীবন, তারা ক্রিসমাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। পারস্পরিক উপঢৌকন দেওয়ার ব্যাপারটা ছিলো। খ্রিস্টধর্মের এই যে বিশাল ব্যাপার , সারা পৃথিবীব্যাপী যেটি পালিত হয়ে থাকে। তার সঙ্গে আমরা জড়িত হলাম। আমার মনে হয় এই ধরনের সাংস্কৃতিক বিনিময় বা যোগসাধন এর একটি গুরুত্ব রয়েছে। কারণ আমারটাই সব অপরেরটা কিছু নয়,একথাটা কখনো ঠিক নয়। আমারটা যেটা সেটাতো বড়, আমিতো তাকে প্রাণের গভীরে ভালোবেসেছি। কিন্তু অপরেরটাও বড় এটাও মনে রাখতে হবে। সেই জন্য আমি পয়লা জানুয়ারির সঙ্গে পয়লা বৈশাখকেও জড়িত করে দেখতে চাই।

(লেখক একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত

Dream Haven Public charitable Educational Trust সংস্থা আপনার

সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।

Donation is Exempted U/S 80G

Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010

approved from 07--12-2009

visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)

'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

ফোন ঃ ৮৬৩৭৫৪৫১৭৮

অর্চনা মিত্র

কবি ও সমাজসেবিকা

প্রধান নগর, বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি।

নতুন সূর্য আলো দাও

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(সঙ্গীত শিল্পী, বাবু পাড়া , শিলিগুড়ি)

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। সেইসব পার্বনগুলোর প্রত্যেকটিই বাঙালির পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দোল উৎসব, বাসন্তী পুজো, নীল পুজো, চড়ক পুজো শেষ হতে না হতেই অনুভূতিপ্রবন বাঙালিরা মেতে ওঠে বৈশাখ বরনে। বৈশাখের প্রথম দিনটিই নববর্ষ হিসাবে পালন করা হয়। বছরের প্রথমদিনে সর্ববিঘ্ননাশকারী গনেশ দেবতার পুজো দিয়ে নববর্ষের সূচনা হয়। দোকানে দোকানে চলে হালখাতার শুভ অনুষ্ঠান। আপামর বাঙালির হৃদয় মেতে ওঠে নতুন জামাকাপড়ের গন্ধের সাথে এক নতুন আশার আলোয়। মায়েরা নতুন শাড়ি পড়ে বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দেয় ।নববর্ষের দিন নিজেদের ঘরবাড়ি সবাই সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। দোকানপাটগুলোও আমের পাতা,গাঁদা ফুল , শোলার ফুল ইত্যাদি উপকরনে সেজে ওঠে। সকাল সন্ধ্যে চলে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথের মতে, আহারে ও আচরনে গ্রীষ্ম হল ব্রাহ্মন। ব্রাহ্মনের প্রিয় হল ফলাহার। আর গ্রীষ্ম যেন তপঃ ক্লিষ্ট ব্রাহ্মনের মতোই রসহীন বাহুল্যবর্জিত ও উদাস।

পয়লা বৈশাখে ভোজনরসিক বাঙালির পাতে পড়ে নানান ধরনের মাছ মাংস, ইলিশ মাছ, দই, মিস্টি। আরও কত কি। পেটপুড়ে খাওয়া যাকে বলে।

পয়লা বৈশাখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি কিশোরকিশোরীদের মধ্যেও একসময় দেখা যেতো নানান ধরনের কার্ড তৈরির উৎসাহ।সেই কার্ডে লেখা থাকতো কত রকমের ছড়া। যেমন গাছে গাছে নতুন পাতা/মনে পড়ে তোমার কথা /তুমি আমার বন্ধু হও/নববর্ষের কার্ডটি লও। সেই কার্ড বিলি আর ছড়া লেখার আগ্রহ দেখে বাংলা সাহিত্যের প্রতি উৎসাহ বাড়তো অনেকের মনে। কৈশোরেই ছড়া বা কবিতা লেখার সৃজন ক্ষমতা জন্ম নিতো। মনে নতুন নতুন কল্পনা শক্তি জন্ম নিতো। এখন সেই ধরনের পরিবেশ দেখা যায় না বললেই চলে। সোস্যাল মিডিয়া এখন সেসব গ্রাস করে নিয়েছে। গত দুবছর করোনার প্রকোপের জন্য আমরা কেউই নববর্ষ পালন করতে পারিনি।

তবে নববর্ষের এই আনন্দের পাশাপাশি সবাই কাহিল হয়ে পড়ে বৈশাখের গরমে। পানীয় জলের সঙ্কট দেখা যায় অনেক জায়গায়। এই সময়ই আবার মহাকালের প্রলয় নাচের তান্ডবে আসে কালবৈশাখীর ঝড়। জীর্ন পুরাতনের আবর্জনা উড়িয়ে দিয়ে আনে স্নিগ্ধ বরিষনধারা। ক্লান্ত শ্রান্ত জনজীবনে নেমে আসে আনন্দের জোয়ার। ‘ এসো হে বৈশাখ এসো এসো’। সুগন্ধি ফুলে ও ফলে সেজে ওঠে এক নতুন পৃথিবী।

ভোরের আকাশে উদিত হয় নতুন সূর্য, নবজীবনের আশা। গীতশ্রী সন্ধ্য মুখোপাধ্যায়ের গানে প্রকাশ পায় ‘ নতুন সূর্য আলো দাও আলো দাও। ’

আমাদের বর্ষবরন

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(লেক টাউন , শিলিগুড়ি --নবম শ্রেণী , বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুল)

বাংলায় ঋতুরঙ্গের এমন বৈচিত্রময় লীলাখেলা আর কোথাও হয় বলে জানা নেই। চৈত্র মাসের শেষ লগ্নে নীল-গাজনের পালাপার্বনের মধ্য দিয়ে পুরনো বছর শেষ হয়ে যায়। প্রখর তাপের আকাশ যখন তৃষায় কাঁপে তখন কালবৈশাখী ঝড়ে পুরনো যা কিছু জীর্ন-শীর্ন সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। আসে বৃষ্টির নব জলধারা। শঙ্খ-উলুধ্বনিতে নববর্ষের সূচনা হয়। সকালে প্রভাতফেরির সঙ্গীতের মাধ্যমে পায়ে পা মিলিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায় বর্ষবরন উৎসবে।

সকাল সকাল স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পড়ে মা-বাবা ও বাড়ির অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করি এবং তারাও প্রান ভরে আশীর্বাদ করেন। বাড়িঘর, দোকানপাট,পথঘাট নতুন সাজে সেজে ওঠে। বাড়ির প্রায় সবাই নতুন জামাকাপড় পড়ে বর্ষবরনের উৎসবে সামিল হয়। নব সাজে সজ্জিত দোকানে দোকানে অনুষ্ঠিত হালখাতার শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। পরে আমরা মিস্টিমুখ করে নতুন বছরের ক্যালেন্ডার নিয়ে বাড়িতে ফিরি। তাই তো আমরা ছোটরা অপেক্ষায় থাকি কবে আসবে এই আনন্দের পয়লা বৈশাখ।

নববর্ষের সন্ধ্যেবেলায় বিভিন্ন মঞ্চে নৃত্য-গীত, নাট্যানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বাংলার সারা বছরের পালা-পার্বনের আনন্দ উৎসব।

বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে নববর্ষ পালনের প্রতি একটা অনীহা দেখা দিচ্ছে

অনিল চন্দ্র রায়
(অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বাংলা ভাষা আন্দোলন নিয়ে কাজ করছি। বাংলা ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছি বিভিন্ন স্থানে। যেখানে বাংলা ভাষা নেই, সেখানে ভাষা চর্চা যাতে বৃদ্ধি পায় তার চেষ্টা করছি। বর্তমানে বাংলাতে একটা অবক্ষয়ের দিন যাচ্ছে। তার কারণ খোঁজা, সমাধানের পথ খোঁজার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে চেষ্টা করছি।

পয়লা বৈশাখ বাঙালির জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন কাল থেকেই পয়লা বৈশাখ পালন করে আসছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন নববর্ষের দিন সকাল থেকেই অন্যরকম অনুভূতি তৈরি হোত। ঘুম থেকে উঠেই প্রথম কাজ ছিলো বাবামাকে প্রণাম করা। বাবামা বলতেন, আজকের দিনে তোমরা ভাইবোনেরা নিজেরা ঝগড়া করবে না, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কটূ কথা বলবে না। তখন এটা আমরা মনে প্রানে বিশ্বাস করতাম, বছরের শুরুর দিন ঝগড়াঝাঁটি করলে সারা বছর দিনটি ভালো যাবে না। এখন বুঝতে পারি, বাবামা এর মাধ্যমে একটি অন্যরকম শিক্ষা দিতেন আমাদের। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে কিন্তু নববর্ষ পালনের প্রতি একটা অনীহা দেখা দিচ্ছে। আমাদের সময় নববর্ষের দিন বাবামাকে প্রণাম করে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতাম। বিকালে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে কোথাও সোনার দোকান বা বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে যেতাম হালখাতা পালনে। ঠান্ডাপানীয় আর মিস্টি মুখ সেখানে হোত। হাল খাতা করে ফেরার সময় নববর্ষের ক্যালেন্ডার নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরতাম। এখনসেই পরিবেশ নেই। আমরা আগে সকলকে শুভ নববর্ষ বলতাম। এখন সব ইংরেজি চলে এসেছে। হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি বিজয়া ইত্যাদি। ইংরেজি সংস্কৃতি বা বিদেশি সংস্কৃতি প্রবেশ করছে। নতুন প্রজন্মকে এজন্য আমরা সব দোষ দিতে পারি না। আগে যৌথ পরিবার ছিলো। তারফলে সহবত শিক্ষা বা চরিত্র গঠনের আবহ ছিলো। এখন অনু পরিবার হয়ে গিয়েছে। তার জেরে অভিভাবকদের বড় অংশ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছে। তাদের মানসিকতা তাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছে। অনেক বাবামা এখন চান, বাড়িতে ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে কথা বলুক। অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেও বাংলাতে কথা বললে জরিমানা হয়ে যাচ্ছে। এসব কারনে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ তাদের কমে যাচ্ছে। আমাদের সময়ে চাহিদা কম ছিলো শৈশবে। এখন নববর্ষ থেকে দুর্গা পুজো বা অন্য উৎসবে পোষাক বা অন্য উপহারের চাহিদা থাকে। আমরা কিন্তু অল্পেতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। সেই সময় বাবামারা যা দিতেই তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতাম। দামী উপহার বা মোবাইল না দিলে এখন ছেলেমেয়েরা সন্তুষ্ট হয় না। খাওয়াদাওয়াতেও পরিবর্তন এসেছে। আমাদের সময়ে লুচি, আলুর দম, পায়েস বেশ ছিলো। এখন নানা পেস্ট্রি, চাউমিন, ম্যাগি, বিভিন্ন রোল, পিৎজা গ্রাস করে নিয়েছে। এইসব খাবার স্বাস্থ্যকর নয়। ফার্স্ট ফুড স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতি করছে। কিন্তু তারপরেও নতুন ছেলেমেয়েদের আটকানো যাচ্ছে না। বাঙালির পোশাক বলতে সেই ধুতি পাঞ্জাবি আর নেই। ধুতিতে সমস্যা রয়েছে। এখন গতির যুগ। ধুতি পড়ে দ্রুত এদিক ওদিক দৌড়ে কাজ করা যাবে না। এখন শার্ট প্যান্ট সার্বজনীন রুপ নিয়েছে। এটাতে মেনে নিতেই হবে। যদিও বিবাহ অনুষ্ঠান বা বিশেষ বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানে ধুতি বা সরস্বতী পুজোয় শাড়ি পড়া যায়। তাছাড়া গ্রীষ্ম প্রধান দেশে পঞ্জাবি ফতুয়া ধুতি কিন্তু স্বাস্থ্যপ্রদ। আবহাওয়া অনুযায়ী এই পোশাকই বাঞ্ছনীয়।

বৈশাখ মাস আমাদের জীবনে আরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসেই বাংলার গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। তিনি বসন্ত কালে বসন্ত উৎসব প্রচলন করেছিলেন। রবি ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র বারো বছর বয়সে সে মারা যায় কিন্তু সেই পুত্রই ছিল রবি ঠাকুরের পুত্রদের

মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান। শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের নামকরন কিন্তু এই কনিষ্ঠ পুত্রেরই মাথা থেকে প্রথম এসেছিলো।

আজ আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডার হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলা সন, তারিখ , বাংলা মাস এখন অনেকেই জানে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রচলন রেখেছেন। আমরা যারা বাংলা প্রেমী তারা চাইবো বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রচলন বৃদ্ধি পাক। বাংলা মনিষীদের নামও সকলেই জানে না। মনিষীদের নাম জানতে চাইলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধায়ের নাম জিজ্ঞেস করলে তারা বলে ইনি কি বলিউডের কেউ ? আমাদের বাংলার যারা মনিষী তারা কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই বাংলা মাধ্যমে পড়েছেন। বাংলা মাধ্যমে পড়েছেন বটে কিন্তু তারা ইংরেজিও শিখেছেন। আর বাংলার মাধ্যমে পাশ করেও তারা বাংলার প্রতিভাকে বিশ্বজনীন করে তুলেছেন। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন। নতুন প্রজন্মকে আমাদের মনিষীদের বিষয়ে জানাতে হবে।

বাংলাতে আমাদের পয়লা বৈশাখ নিয়ে উদ্দীপনা তেমন না থাকলেও আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য অসম বা দক্ষিন ভারতের রাজ্যগুলোতে কিন্তু তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে উদ্দীপনা দেখা যায়।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলের প্রতি নববর্ষের শুভেচ্ছা রইলো।

করোনা লকডাউনের গ্রাসে মৃত নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড !, হালখাতার কার্ড মৃত্যুপথযাত্রী !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চোখে দেখতে না পাওয়া দৈত্যরুপী করোনা বিগত তিন বছরে শুধু বহু মানুষের প্রান কেড়ে নেয়নি, বিভিন্ন ভাবে করোনা মানুষের ক্ষতি করেছে। করোনার জেরে বিধ্বস্ত অবস্থা কার্ডের বাজারের। নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড করোনার আগে একটু আধটু চললেও এখন তা শূন্যতে গিয়ে ঠেকেছে। করোনার জেরে মহাশক্তিরুপে আবির্ভাব ঘটেছে সোস্যাল মিডিয়ার। সোস্যাল মিডিয়া করোনার আগে থাকলেও করোনা লকডাউনের পর তার শক্তি আরও বেড়েছে। আর সেই সোস্যাল মিডিয়া কার্যত কার্ডের বাজারের অনেকটাই গ্রাস করে নিয়েছে। নববর্ষে যে হালখাতার কার্ডের প্রচলন ছিলো, তার ব্যবসা কমে গিয়েছে ৭৫ শতাংশ। বিয়ে অন্নপ্রাশনের কার্ড এখন চললেও তা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ফলে কার্ডের এই মন্দা বাজারে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে নতুন নতুন ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার দিকে ঝুঁকেছেন শিলিগুড়ি নিবেদিতা মার্কেটের তরুন ব্যবসায়ী অসীম সাহা। বহু বছর ধরেই তিনি কার্ডের ব্যবসা করছেন।

জয়গুরু কার্ড হাউস।কিন্তু করোনা লকডাউনের সময় কার্ডের বাজার মুখ থুবড়ে পড়ায় অসীমবাবু বিজয়া মোমবাতি, ধূপকাঠি তৈরিতে মেতেছেন। দোলযাত্রার আগে তিনি ভেষজ বিজয়া আবীরও তৈরি করেন। অসীমবাবু বলেন,নববর্ষের হালখাতা কার্ড বাঙালি ব্যবসায়ী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো নববর্ষের সময়। সেই কার্ড আসলে নেমন্তন্ন চিঠি। পুরনো বাকিবকেয়া আদায়ের অনুষ্ঠান হলো হালখাতার সেই অনুষ্ঠান। সকালে পুজোর পর বিকালে দোকানদার বসে থাকেন কখন বাকি নেওয়া ক্রেতারা আসবেন, তাদের হাতে একটি মিস্টির প্যাকেট, একটি বাংলা ক্যালেন্ডার দিয়ে কিছু বাকিবকেয়া আদায় করা। দোকানদার সেজন্য বাকির খাতা নিয়েও বসে থাকেন। সেই প্রথা এখন কমে গিয়েছে। যারা হালখাতার অনুষ্ঠান করেন তারা হোয়াটসঅ্যাপেই সব নেমন্তন্ন সেরে নিচ্ছেন। নতুন করে হালখাতার কার্ড কিনে সেই কার্ড ছাপানোর দিকে আর কারও নজর নেই।যদিও বিয়ের কার্ডের বাজারে নতুন নতুন ডিজাইনের চাহিদা রেখে বিয়ের কার্ডের বাজার কিছুটা হলেও টিকিয়ে রেখেছেন একশ্রেণীর বাঙালি সমাজ।

হালখাতার ধরন বদলে গিয়েছে

শিবেশ ভৌমিক
(সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা। ত্রিশ বছর আগে বিভিন্ন জিনিসপত্রের ডালি নিয়ে দোকান খুলেছিলাম বিধাননগরে মিতালি। শুরুতেই সাড়া ফেলে দিয়েছিলো আমাদের সেই প্রতিষ্ঠান। দোকানটি শুরু থেকেই সাজিয়ে তুলেছিলাম। দোকানের ভিতরে সব জিনিসপত্র ছিলো। তা ক্রেতাদের মনে দাগ কাটে। ক্রেতারা ভাবতে থাকেন, এই দোকানে সব জিনিসপত্র পাওয়া যায়। অনেক ব্যবসায়ী কম জিনিসপত্র নিয়ে দোকান খোলেন। তাতে ক্রেতাদের মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ক্রেতারা ভাবতে থাকেন, এই দোকান ফাঁকা ফাঁকা, সব জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই ব্যবসায়ী ভাবেন, প্রথমে কম জিনিসপত্র নিয়ে দোকান শুরু করি, পরে ধীরে ধীরে জিনিসপত্র বাড়িয়ে নেবো। কিন্তু ক্রেতাদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া হলে আর সেই দোকান দাঁড়াতেই পারে না। দ্বিতীয় হলো সঠিক মূল্য নেওয়া। সঠিক মূল্য নিলে দু একজন ক্রেতা অখুশি হয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু এর ফল মিস্টিই হয়। ব্যবসা দীর্ঘস্থায়ী হয়। জিনিসপত্র কেনার সময় ক্রেতা ঠকলে ব্যবসা দাঁড়াবে না। অথবা বাকিতে দোকানদার জিনিসপত্র কিনলে তাদের জিনিসপত্রের দাম বেশি দিয়ে কিনতে হয়। এতে ক্রেতাদের মূল্য বেশি দিতে হয়। এর জেরে অন্য দোকানের তুলনায় সেই দোকানে জিনিসের দাম বেশি হয়। এতেও প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। সুতরাং নগদে জিনিস কিনতে হবে। নগদে কেনার সুবিধা বা কম দাম ক্রেতারা পেলে খুশি হয়ে ক্রেতারাই অন্য ক্রেতাদের নিয়ে আসে। আর দোকানের সুনাম করতে থাকে। ফলে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। আরও একটি বিষয় হলো, অনেক বিক্রেতা ক্রেতাদের সঙ্গে তর্ক করে। যা ভীষনভাবে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে। কোনো অবস্থাতেই ক্রেতাদের সঙ্গে কোনো বিষয়েই তর্ক করা চলবে না। কারণ তর্কে যারা হারে তারা খুব রুষ্ট হয়। ক্রেতা রুষ্ট হলে দোকানে ক্রেতার সংখ্যা কমতে হবে। তর্কে হেরে যাওয়া ক্রেতারা পরোক্ষভাবে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের বদনাম করে। তর্কে না গিয়ে ক্রেতার কথার জবাবে 'হতে পারে' শব্দ ব্যবহার করা যায়। এতে তর্কে হারাও হলো না, আবার ক্রেতাও অখুশি হলো না।

এবারে বলি হালখাতার কথা। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে যারা দোকান থেকে বাকিতে জিনিসপত্র কিনতো, তাদের নেমন্তন্নের চিঠি দেওয়া হোত। পয়লা বৈশাখের আগের দিন দোকান পরিস্কার করা হোত। দোকান ঝাড়পোছ হোত। পয়লা বৈশাখের দিন সকাল সকাল স্নান সেরে ভালো জামাকাপড় পড়ে দোকান খুলতাম। পুজো হোত। পুজোতে বাড়ির মহিলারা সাহায্য করতেন। পুরোহিত নিয়ে টানাটানি হোত। বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি হোত।খুব চাহিদা ছিল বাংলা ক্যালেন্ডারের। পুজোর পর অপেক্ষা করতাম কখন ক্রেতারা আসবেন আর বকেয়া টাকা পরিশোধ করবে। আসতো অনেকেই। মিস্টির প্যাকেট আর ক্যালেন্ডার তুলে দিতাম তাদের হাতে। ধীরে ধীরে এই বাকি নেওয়াক্রেতার সংখ্যা কমতে শুরু করলো। কিন্তু একদিন আমার শৈশবের এক শিক্ষিকা আমার চোখ খুলে দিলেন। তাঁকে বড় দিদিমনি বলে ডাকতাম। তিনি নগদে জিনিস কিনতেন। তিনি একদিন আমায় বললেন, আমরা নগদে জিনিস নিই, তাই আমাদের গুরুত্ব কম। আমাদের কেউ ডাকে না। যারা বাকি নেয়, তাকে দোকানদারেরা হালখাতার সময় ডাকেন। যারা বাকি নেয়, তাদের আদর করে ডাকা হয়। কিন্তু নগদে যারা জিনিস নেয় তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেই দিন থেকে আমার চোখ খুলে গেলো। হালখাতা করবো কিন্তু বাকি নেওয়া ক্রেতাদের আলাদা করে নেমন্তন্ন করা হবে না।

হালখাতার ধরন বদলে গিয়েছে। এখন কার্ড বিক্রিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।ক্যালেন্ডারও আর করা হয় না। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের চাহিদা থাকে কিন্তু বাংলা ক্যালেন্ডারের চাহিদা নেই। আগে আমরা বাংলা শুভেচ্ছা কার্ডও বিক্রি করতাম। এখন তা নেই। এখন ইংরেজি নিয়ে বেশি মাতামাতি।

পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরে পা দিতে চলেছি। সব ব্যবসায়ী ভালো থাকুক প্রার্থনা করি। সবার ভালো হোক নতুন বছরে।

কালবৈশাখী

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(লেক টাউন, শিলিগুড়ি)

চৈত্রের শেষে ,বছর শুরুতে ,উঠল রবি নববর্ষে ,
ব্যান্ডের তালে প্রভাতফেরি এগিয়ে চলে মনের হর্ষে।
নানান সাজে সাজল দোকান, শোলার ফুল ও আম পাতায়,
গিন্নী সামলায় গণেশ পুজো,কর্তা মাতে হালখাতায়।
সন্ধ্যেবেলা দোকানে দোকানে হালখাতায় অংশ নিলে মিষ্টিমুখ,
চিপস ,ফ্যান্টা আইসক্রিম খেতে কতই না লাগে সুখ।
হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড়ে ভাই ছোটকু গেলো ছিটকে,
ভিজে বাড়ি ফিরে দেখি মায়ের কোলে হাসছে ছোটকু মিচকে।

শুভ নববর্ষ উদযাপন

অনিল সাহা
(শিবমন্দির,শিলিগুড়ি)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা দিয়েই শুরু করছি, হে নতুন, এসো তুমি সম্পূর্ন গগন পূর্ণ করি পুঞ্জ পুঞ্জ রুপে/ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি--/ঘনঘোর।

মানবজীবনের একমাত্র কথা নয় দৈহিক পুষ্টি সাধন, মানসিক পুষ্টি সাধন ও আনন্দ বিকাশেরও প্রয়োজন আছে। উৎসবগুলি সমাজদেহে সেই আনন্দ বিকাশের কাজটিও করে। উৎসবের মাধ্যমে সমাজজীবনে বৈচিত্র আসে। ভাব বিনিময়, মেলামেশা, আদানপ্রদান হয়ে থাকে।

বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর, 'শুভ উৎসব' নিবন্ধে লিখেছেন,' আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক আমার শুভে সকলের শুভ হোক। আমি যাহা পাই তা পাঁচ জনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি। এই কল্যানী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।'

চৈত্র শেষে বকুল ঝরানো পথে বসন্তের পরাগ মেখে প্রকৃতি যেন মানুষের কাছে এসে দাঁড়ায়-গাছে গাছে কচি কিশলয় নতুন রংয়ের মেলা ফুলের বাগানে পল্লবের শিহরন জাগায়। বনে বনে, মনে মনে হিল্লোল জাগায় নববর্ষের শুভ দিনে।

বাংলায় বৈশাখ মাস পবিত্র মাস। সূর্য বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থান করে, তাই পৌরানিক বিচারে অত্যন্ত পবিত্র সময়। প্রাচীন কালে অগ্রহায়ন মাসে নববর্ষের সূচনা হোত। নবান্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে । ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নববর্ষের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দক্ষিন ভারতে মাঘ মাসের প্রথম দিন, বিহারে ফাল্গুন মাসে নববর্ষ উৎসব হয়ে থাকে।

শুভ বৈশাখের প্রথম দিনে বাঙালির ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে, দোকানে দোকানে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন শপিংমলে নতুন করে সাজায় বছরের শুভ প্রথম দিনে নতুন জামাকাপড় পরিধান করে, মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয় সুখ ও সমৃদ্ধি কামনায়। দোকানে পসরা সাজিয়ে হালখাতা অনুষ্ঠান হয়। সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করা হয়। সমাজের প্রায় মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয় হালখাতা মহরতের জন্য ।তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয় আর সবাইকে বাংলা ক্যালেন্ডার দেওয়া হয়। আজকাল অবশ্য এই রীতি প্রায় দেখা যায় না। আন্তরিকতাও তেমন কোথাও দেখা যায় না। এখন কখনো কখনো বিশেষ জায়গায় অনেকে মিলিত হয়ে কাব্য কবিতা পাঠ, নৃত্যগীত, আবৃত্তি সংলাপ আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে নববর্ষকে অভিনন্দন জানানো হয়। বাঙালির কাছে নববর্ষের দিনটি যেন নতুন বার্তা বয়ে নিয়ে আসে।

আমরা কামনা করি নতুন দিনের সূর্যকে,নতুন দিনের উৎসাহ উদ্দীপনাকে। পুরাতন দিনগুলোর আবর্জনা, তাপ, বেদনা, হতাশা অপনোদনের আহ্বান জানিয়ে শুভ দিনটিকে স্বাগত জানাই। নতুন বছর আসুক নিয়ে নতুন নতুন আশা। পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিক শুধুই ভালবাসা। ভেদাভেদ, হানাহানি সবকিছু ভুলি এসো সবাই মিলেমিশে এক হয়ে চলি। সবাইকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ভালবাসা, শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা রইল।

নববর্ষ

অর্চনা মিত্র
(বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

এসো সম্প্রীতির হাত ধরে
ভ্রাতৃত্বের বোধ গড়ি
মুছে ফেলো পুরাতন গ্লানি
নববর্ষের নতুন ভাবনায়
এই পুণ্য লগ্নে তুলে ধরো
নতুন প্রত্যাশার শুভ্র ধ্বনি
জাতি বর্ণ এক সুরে জাগ্রত ওই বর্ষবরন
বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি।
বাঙালির উৎসব কবি গুরুর গান,
এসো হে বৈশাখ এসো এসো
অতীত রইল ইতিহাস খোলসে
ভুবন ভরা রবির কিরন চির নবীন আলো
চির প্রবীন তোমার জন্ম মাস,
তোমার গানের ডালি নব প্রেমজালে বেঁধেছি,
ওরে নতুন যুগের ভোরে দিস না সময় কাটিয়ে
বৃথা সময় বিচার করে।

নববর্ষেই আমার জন্মদিন, ক্যান্সারকে ভয় পাবেন না

সুব্রত দত্ত
(ডাবগ্রাম সূর্যনগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পেশায় আমি একজন ব্যবসায়ী। পয়লা বৈশাখ বাঙালি জীবনে একটি বিশেষ দিন। বাংলা বছরের প্রথম দিন। কাজেই এই দিনের গুরুত্ব যে আলাদা তা বলাই বাহুল্য। এই মাসেই বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। আমার কাছে এই দিনের গুরুত্ব আলাদা। কারণ এই দিনেই আমার জন্মদিন। এখন আমার বয়স ৫৬, সাতান্ন বছরে পা দেবো পয়লা বৈশাখে। ছোটবেলায় জন্মদিন সম্পর্কে একটা ধারণা থাকে। জন্মদিনে সবাই আসবে, শুভেচ্ছা জানাবে, উপহার পাবো। ছোটবেলা যে অনুভূতি ছিলো, সেই উচ্ছ্বাস বা অনুভূতি এখন আর নেই। এখনও শুভেচ্ছা আসতে থাকে। তবে জন্মদিনের আকর্ষন বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে।

পয়লা বৈশাখের আগে বাড়িতে নেমন্তন্ন আসতো। অনেক দোকানে হালখাতা হোত। আমরা বড়দের হাত ধরে সেইসব দোকানগুলোতে যেতাম। যারা নেমন্তন্ন করতো তাদের কাছে যেতাম। অনেক দোকানে বকেয়া প্রদান করা হোত। তারপর পেতাম মিস্টির প্যাকেট, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ক্যালেন্ডার। এই আনন্দের সঙ্গে নিজের জন্মদিন ছিলো, এই দিনটা কিভাবে কেটে যেতো তা বুঝতেও পারতাম না। এখন আর সেই দিন নেই। এখন পয়লা বৈশাখটা সেভাবে আর পালিত হয় না। এখন ফার্স্ট জানুয়ারি পালনের দিকে ঝোঁক। আমি অবসর জীবনে বই পড়ি। বই পড়ার আমার নেশা। পয়লা বৈশাখেও তা পড়ি।

শৈশবে পয়লা বৈশাখে বেশ আনন্দ হোত। স্কুলে যাবো। দোকানে দোকানে হালখাতা হোত, সেখানে খাওয়াবে। স্কুলে ফাংশন বা অনুষ্ঠান হবে। সেসবতো আজ প্রায় উঠে গিয়েছে। অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েছে।

আর একটি কথা বলি। ক্যান্সারের সঙ্গে আমি লড়াই করছি। ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ রয়েছি। দিল্লিতে গিয়েছি, সেখানে অপারেশন হয়েছে। এখন রোগ থাকলেও যুদ্ধ চলছে। সকালে উঠে মেডিটেশন করি। তাতে সারাদিন ভালো থাকি। সমাজকে বলতে চাই, ক্যান্সার মানে হেরে যাওয়া নয়, ক্যান্সার মানে লড়াই। আমার কিডনি ক্যান্সার হয়েছে। মনীষা নন্দী ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আমি যুক্ত রয়েছি। বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে রয়েছি। রক্ত দান আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছি। ক্যান্সার হয়েছে জানতে পারলে ভয় পাবেন না কেউ। চিকিৎসা করুন। সচেতনতা রয়েছি। প্রথম পর্বে ক্যান্সার ধরা পড়লেতো রোগী বেঁচেই থাকে।

ত্রিস্রোতা সাহিত্য প্রবাহ সংস্থার সঙ্গে আমি যুক্ত রয়েছি। সেখানে সহ সভাপতি। অনলাইনে সেই সাহিত্য গোষ্ঠীর কাজকর্ম হয়। আগামীদিনে অফ লাইনেরও চিন্তাভাবনা রয়েছে। নববর্ষের সঙ্গে বাঙালি সাহিত্য জীবনের যোগ রয়েছে। সবশেষে বলবো, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং শান্তিতে থাকুন।

হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু

মৃনাল পাল
(মনা -- শিল্পোদ্যোগী,সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ)

সকলকে শুভ বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ১৪২৯ বিদায় নিয়ে ১৪৩০ সাল শুরু হচ্ছে। তবে শৈশবে যেমন দেখতাম পয়লা বৈশাখ, এখন তা দেখি না। আগে দেখেছি ছোটরা পয়লা বৈশাখে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নিতো। সবাই নতুন বস্ত্র পড়তো।পুজো দিতো মন্দিরে। তারপর বাবা মাকে প্রণাম করতো। এখন সেই প্রথা প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। দোকানে দোকানে হালখাতা হোত। সকাল সকাল সব দোকানে গণেশ পুজো হোত। দোকানগুলো সাজিয়ে তোলা হোত। বিকালে সবাই দোকানে হাজির হতো। পুরনো বকেয়া তারা প্রদান করতো। সঙ্গে দোকানি তাদের হাতে মিস্টির প্যাকেট দিতো এবং ক্যালেন্ডার দেওয়া হোত। সেই সব অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েছে। তবুও বাঙালি জীবনে পয়লা বৈশাখের গুরুত্বই আলাদা। আমরা আজকাল ইংরেজি নববর্ষ নিয়ে মাতামাতি করি। ইংরেজি শিখছি ভালো কথা। কিন্তু নিজের ভাষা মাতৃভাষা, নিজেদের বাংলা বছর বঙ্গাব্দের শুরু পয়লা বৈশাখ। এই নিজেদের সংস্কৃতি ভোলা যাবে না। নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হবে সবাই মিলে। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

আমার নাম নব, নববর্ষেই আমার জন্ম

নবকুমার বসাক

(সমাজসেবী, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে শুভ নববর্ষ। নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ বাঙালি জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। কেননা এই দিনেই বাংলা বছরের শুরু। কিন্তু আমার কাছে এই দিনের আরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা আমার জন্মদিন এই দিনেই। ফলে এই দিনে আনন্দ অন্যরকম। আমার এই দিনে জন্ম বলে আমার গুরুজনেরা আমার নাম রাখেন নব। এখন আমি বি এস এফে চাকরি করছি। ফুটবল খেলতে ভালোবাসি। ছোট থেকেই ফুটবল খেলা আমার নেশা। ফুটবলের প্রতি অতিরিক্ত নেশার জন্যই আমি বলা চলে বি এস এফে চাকরি পাই। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফুটবল খেলতে গিয়েছি। শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী সংহতি মোড়ে আমার বাড়ি। দীর্ঘদিন বাড়িঘর ছেড়ে আমি জম্মু কাশ্মীর সীমান্তে কাজ করেছি দেশের স্বার্থে। সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছি অসমের ধুবড়ি সীমান্তে। সীমান্তে থেকে দেশের জন্য কাজ করার পাশাপাশি সামাজিক কাজ করি। গরিব অসহায় মানুষের জন্য কাজ করতেই আমি খুলেছি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংহতি মোড়েই তার অফিস। সেই সংস্থার মাধ্যমে সবসময় মানুষের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ হয়। চা বাগানে বস্ত্র বিতরন যেমন করা হয় তেমনই কারো জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা মৃত্যু বার্ষিকীতে খাবার পরিবেশন করি অসহায় মানুষদের মধ্যে। অনেক মানুষ তাদের সেই সব বিশেষ দিনগুলো আমাদের মাধ্যমে পালন করেন গরিব অসহায় মানুষদের সঙ্গে বিশেষ করে শিশুদের সঙ্গে। নববর্ষে যেহেতু আমার জন্মদিন সেইদিনও গরিব দুঃখীদের মধ্যে খাদ্য বিতরনের কিছু কর্মসূচি গ্রহন করা হবে। আসছে এপ্রিল মাসে আমরা এক ফুটবল খেলার আয়োজন করতে চলেছি মাটিগাড়াতে। আমি চাই নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক।

সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা

অনিন্দিতা চ্যাটার্জী

সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। আমি সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি সমাজসেবা করি। তাছাড়া আমি একজন মহিলা ব্যবসায়ী। অনেক বছর হলো, ২০০২ সাল থেকে আমি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। পাঞ্জাবি হাট। শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে গোষ্ঠ পালের মূর্তির বিপরীতে আমাদের দোকান। পাঞ্জাবি হাট লেডিজ কাউন্টারও শুরু হয়েছে। এখানে মেয়েদের কূর্তি, টপ , স্কার্ট সহ মেয়েদের বিভিন্ন পোশাক থাকে। মুম্বাই থেকে লেটেস্ট কালেকশন সব আমরা নিয়ে আসি। আমি নিজে যাই মুম্বাইতে। পিওর কটনের বস্ত্রও রয়েছে। যারা স্লিম বা মোটা তাদের জন্যও পোশাক আছে আমাদের এখানে। ৩৪ থেকে ৫৪পর্যন্ত সাইজের কূর্তি রয়েছে আমাদের এখানে। এবারকার পয়লা বৈশাখের আগে ছেলেদের জন্য পঞ্জাবি রয়েছে এক কালারের। মেয়েদের পোশাকেও নতুনত্ব রয়েছে। সকলের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে সেই সব পোশাক। এখন যেটা ফ্যাশন রয়েছে সুতির মধ্যে নানারকম কাজ করা, যেমন স্লিভলেসের ওপর কোট টাইপের, বাটিকের ওপর , বুটিকের ওপর, মঙ্গলগিরি কাপড়ের। আরও অনেক আছে। সুতির দাম খুব বেড়ে গিয়েছে। সুতির ভালো কূর্তি কিনতে গেলে সাতশ টাকার নিচে পাওয়া মুশকিল। সবসময় নতুন এবং স্কিনকেও স্বাস্থ্যকর রাখতে পারে এমন পোশাক রয়েছে। দুহাজারের কুর্তিও রয়েছে। এবার বর্ষবরন বা পয়লা বৈশাখকে সামনে রেখে একদিনের জন্য নয়, সারা বছর ধরে সবাই ভালো থাকুন।

ক্যান্সার মানে হেরে যাওয়া নয়, নববর্ষের বার্তা ক্যান্সার আক্রান্ত এই ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নববর্ষ মানে পয়লা বৈশাখেই তাঁর জন্ম। আর নববর্ষে তিনি ক্যান্সার আক্রান্তদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তাই দিতে চান, তা হলো ক্যান্সার মানে হেরে যাওয়া নয়। ক্যান্সার মানে যুদ্ধ। তিনি মানে সুব্রত দত্ত। নিজে ক্যান্সার আক্রান্ত তিনি কিন্তু চিকিৎসা এবং লড়াই করে তিনি সুস্থ রয়েছেন। অন্য সকলকেও তিনি সুস্থ এবং ভালো থাকার বার্তাই দেন। শিলিগুড়ি ডাবগ্রাম সূর্যনগর নিবাসী সুব্রত দত্ত অবসর সময়ে বই পড়তেই ভালোবাসেন। সাহিত্যের প্রতিও রয়েছে তাঁর বিশেষ অনুরাগ। নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ সবসময়ই তাঁর কাছে একটি বিশেষ দিন,কারণ সেদিন যে তাঁর জন্মদিন। আর নিজে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করলেও সামাজিক ও মানবিক কাজ করতে পিছিয়ে থাকেন না সুব্রত। রক্ত দান আন্দোলন থেকে অন্য সামাজিক কাজে তিনি নিজেকে যুক্ত রাখতে ভালোবাসেন।

পয়লা বৈশাখে দুপুরের লাঞ্চ ফ্রী

চন্দ্রা দাস

(আমার কুটির, কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি কলেজপাড়ায় রয়েছে আমাদের হোম স্টে, নাম আমার কুটির। তার সঙ্গেই রয়েছে দাস রয়েল টি এন্ড স্ন্যাকস। এখানেই নববর্ষের দিন শুরু হতে চলেছে একটি বুটিক। গ্রামীন হস্তশিল্প থাকবে সেই বুটিকে। এরই সঙ্গে জানাই যারা পয়লা বৈশাখের দিন আমার কুটিরে এসে একদিনের জন্য রাত্রি যাপন করবেন তারা পয়লা বৈশাখের দিন দুপুরে লাঞ্চ ফ্রি পাবেন। মিস্টিমুখতো হবেই।

আমার কুটিরে শুধু ঘরোয়া পরিবেশে রাত্রি যাপন বা খাওয়াদাওয়াই নয়, এখানে এসে ছোটখাট অনুষ্ঠান করতে পারেন। দুঘন্টার জন্য হাজার টাকা ভাড়া নেওয়া হবে।

আমার কুটিরের রুমগুলো ভারী সুন্দর। এখানে এসে রাত্রি যাপন করে দেখতে পারেন। এক হাজার টাকা থেকে রুম ভাড়া শুরু। তিন হাজার টাকার স্যুটও রয়েছে। ডর্মিটারিও রয়েছে, সেখানে ট্রিপল বেড। সেখানে রাত্রিযাপনের জন্য ভাড়া পাঁচশ টাকা প্রতি জন। তবে এখানে যদি কেউ সাত দিন বা তার বেশি দিন যেমন এক মাসের জন্য থাকতে চান তবে সেই ভাড়া আলোচনাসাপেক্ষে ঠিক করা হবে।

সাত বছর আগে শুরু হয় আমার কুটির। এই হোম স্টের প্রয়োজনেই পাশে রয়েল টি স্ন্যাকসের বন্দোবস্ত হয়েছে। এখানে রাত্রিযাপনের সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্চ ডিনার সব পাওয়া যায়। এবারে গ্রাম থেকে নানা হস্ত শিল্প নিয়ে এসে বুটিক খোলার প্রয়াস শুরু হয়েছে। হস্ত শিল্পের জন্য সেখানে কুড়ি শতাংশ ছাড় থাকছে।

নতুন বাংলা বছরে বলবো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

Cell : 9733502973/74/82, 9832091395
Call : 0353-2662316
email : rmimpression@rediffmail
biplab.roymuhuri@gmail.com

R. M. Impression

PRINTERS & DESIGNER

- Offset Printing
- Screen Printing
- Computer Designing
- Digital Printing
- Book Binding

32 Sri Ramkrishna Sarani
South Deshbandhupara
(Opp. Way of Tarai School Maidan)
Siliguri-734004

SPECIALIST IN : SPIRAL BINDING, MACHINE NUMBERING, CRIZING, MACHINE PERFORATING & STICKER CUTTING

পহেলা বৈশাখ

পূজা রায়
(আইনজীবী ও লেখিকা--প্রধাননগর, শিলিগুড়ি)

বছরের প্রথম প্রভাত
জানিয়ে দিল
বর্ষবরন আজ ।
বাংলায় এই নববর্ষ
বাঙালি জাতির মনে।
কি যে আছে
মোদের বাংলাতে?
সুরে, তালে, কবিতাতে
মাটির দেশে বাংলাতে।
বাঙালির আজ নতুন পোশাক
রঙিন হোক জীবন সবার।
কলহ আজ মিটুক তবে
সম্পর্ক হোক নতুন করে।
স্বপ্নগুলো পূর্ণ হোক
মনুষ্যত্ব না ভুলে।
আনন্দিত থাকি,
আনন্দিত রাখি
সকল পরিজনে।
শুভ নববর্ষ। ।

With Best Compliments From :

Incredible India

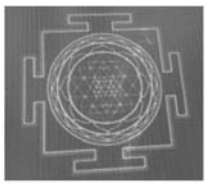

CHANDRA DAS

AamarKutir

Cell & Whatsapp : +91 9474689132

Address : 22-ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD
COLLEGE PARA, SILIGURI-734001

Landmark : OPPOSITE SACHIN SOURAV APARTMENT
NEAR SILIGURI GIRLS HIGH SCHOOL

Mobile : 9474689132 & 9434036376
Email : amarkutir.siliguri@gmai.com
Website :

BED & BREAKFAST
WITH
DAS ROYAL TEA &
SNACKS

Approved By :
MINISTRY OF TOURISM, GOVERNMENT OF INDIA

বাংলা ভাষা

ধনঞ্জয় পাল
(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

বাংলা ভাষা আমার স্বপ্ন
বাংলা ভাষা আমার গর্ব।
বাংলা ভাষা আমার জননী
বাংলা ভাষা আমার স্বর্গ।
বাংলা ভাষায় কথা বলি
বাংলা ভাষায় কাঁদি-হাসি
বাংলা ভাষায় কবিতা লিখি
সবারে বাংলায় ভালোবাসি।
বাংলা ভাষা মিষ্টিতম ভাষা
এই ভাষাতেই হয়েছে রচিত
ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশ
দুইটি দেশের জাতীয় গীত।
বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার
একদিন পাবেই পাবে সম্মান।
এ ভাষাতেই কবিতা লিখে
রবি পেয়েছেন বিশ্বসেরার মান।
এই ভাষাতেই কথা বলতেন
রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চৈতন্য।
বাংলা ভাষাতেই কথা বলে
আমরা সবাই হই ধন্য ধন্য।

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করুন সকলে

বিপ্লব রায় মুহুরি
(সাধারণ সম্পাদক, বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি)

সকলকে শুভ নববর্ষ। বাংলা নববর্ষ বাংলা বঙ্গাব্দের প্রথম দিন। একটা সময় কৃষকদের থেকে খাজনা আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বা সেই সিস্টেমকে বাস্তবায়িত করবার জন্য রাজা-মহারাজারা চালু করেছিলেন। সেখান থেকেই আমাদের ঐতিহ্য চলে আসছে। বছরের এই প্রথম দিনটা বিশেষ করে বাঙালিরা নববর্ষ হিসাবে উদযাপন করে থাকি। এটা আমাদের একটা ঐতিহ্যশালী দিন। এর এক লম্বা ইতিহাস রয়েছে। এই দিন বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে উদযাপন করে। কিছু মানুষ মন্দিরে পুজো দিয়ে সারা বছর যাতে ভালো কাটে তার প্রার্থনা করেন ঈশ্বরের কাছে। ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানে হালখাতার মধ্যে দিয়ে লক্ষী গনেশের পুজো করার মধ্য দিয়ে , সারা বছরের ক্রেতাদের আপ্যায়ন করার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ দিন হিসাবে পালন করেন। যদিও হালখাতা যাকে বলি তা অনেকটা কমে আসছে।

পয়লা বৈশাখের মধ্যে দিয়ে আমরা ছোটবেলা দেখেছি বন্ধুদের মধ্যে শুভেচ্ছা কার্ড বিলি হোত। সেই রীতি আজ মোবাইলের দাপটে উঠেই গিয়েছে।

শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে নব্বইটিরও বেশি বাজার আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। প্রায় ৩৭ হাজার ছোট ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত। এখানে ব্যবসায়ের লেনদেনের একটা হিসাব আমাদের কাছে ছিলো। কিন্তু বিগত তিন বছরে করোনার জেরে সব হিসেব ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছে। তবুও বলবো, দুবছরে ব্যবসার যা হাল হয়েছিলো তার থেকে অনেকটা উন্নতি হয়েছে। পুরোপুরি আগের জায়গায় আমরা ফিরতে পারিনি। বিশেষত হালখাতা কিন্তু করোনার আগেও বেশ ভালোভাবেই হোত। বিরাট অঙ্কের টাকা এই হালখাতার দিনে লেনদেন হোত শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে নতুন জামাকাপড় পড়ার একটি রীতি প্রচলন রয়েছে। ফলে এরজন্য কেনাকাটার বাজারে প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে এই সময় চৈত্র সেল হয়। এবারেও সেই চৈত্র

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা
পঞ্জাবি হাট লেডিস বিভাগে প্রিভিলেজ কার্ড

প্রিভিলেজ কার্জ

এই কূপন আনলে সারা বছর পাঞ্জাবি হাট লেডিস বিভাগে যে কোনো কেনাকাটার ওপর শর্ত অনুযায়ী ১০ থেকে ২০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। শিলিগুড়ি বিধান রোডে গোষ্ঠ পালের মূর্তির উল্টোদিকে পাঞ্জাবি হাট লেডিস। এই দোকানে পাওয়া যায় মেয়েদের পাঞ্জাবি, কুর্তি, টপ,রাপার, ছেলেদের পাঞ্জাবি। যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭।

সেল ভালো হবে বলে আমরা আশা করছি।

শিলিগুড়ি শহর হলো মিনি ভারতবর্ষ। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এখানে বসবাস করেন। প্রতিদিন বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ এখানে আসছেন। বিভিন্ন বাজারে যাচ্ছেন, কেনাকাটা করছেন এই শহরে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, তা হলো বাংলা ক্যালেন্ডার। গুটি কয়েক ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউ বাংলা ক্যালেন্ডার এখন তৈরি করেন না। সবাই ইংরেজি ক্যালেন্ডারের দিকে ঝুঁকেছেন। বাংলা ক্যালেন্ডার যাতে সবাই তৈরি করেন তার জন্য আমি আবেদন রাখছি।

প্রতিদিন বাইরে থেকে অনেক মানুষ এই শহরে কেনাকাটা করতে আসেন। তাই শহর পরিস্কার রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এই শহর থেকে সরকারও প্রচুর টাকা রাজস্ব পেয়ে থাকেন। তাই এই শহরের পরিকাঠামো বৃদ্ধির দিকেও সরকারের নজর দেওয়া প্রয়োজন। শহরে বিক্রেতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত পণ্য যাতে ক্রেতারা সহজেই পরিবহন করতে পারেন তার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা ভালো রাখতে হবে। পণ্য নিতে এসে ভিড় বা যানজট দেখলে অনেক ক্রেতা শহরে প্রবেশ না করে বাইরের বাজার থেকে তা কিনতে পারেন। এতে শহরের ব্যবসায়ীদেরই লোকসান। পার্কিং ব্যবস্থা ভালো করতে হবে। শহরে অনেক ক্রেতা প্রবেশ করছে না। শহরের বাজারগুলোর সামনে সুলভ শৌচালয় দরকার। যান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা আরও ভালো করতে হবে। এসবের জন্য প্রশাসন আমাদের সহযোগিতা চাইলে আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

এখন অনলাইন ব্যবসা একটা চিন্তার বিষয়। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পুরোপুরি অনলাইন ব্যবসায় প্রবেশ করছেন। এটা আমাদের ব্যবসায়ীদের কাছে অশনি সঙ্কেত। দোকান বাজার ব্যবসায়ীদের কাছে একেকটি মন্দির। সেই মন্দিরের স্থান যাতে ভালো থাকে তার প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। শহর আরও শুদ্ধ হোক। শহরের দূষন কমুক, শহর সবুজায়ন হোক এমনটাই চাই। নতুন বছরে তেমনটাই প্রার্থনা থাকলো।

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer
Since 1760 Lewis Berger Paint your imagination
Sika BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE
Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

পয়লা বৈশাখে এবারেও সিটি সেন্টারে বর্ষবরন

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
(আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি,হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষ। সঙ্গীত চর্চা এবং সামাজিক কাজ করার পাশাপাশি আমি একজন ব্যবসায়ীও। পঞ্জাবি হাট। শিলিগুড়ি বিধান রোডে গোষ্ঠ পাল মূর্তির বিপরীতে। ২০০২ সাল থেকে আমি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। পঞ্জাবি হাট প্রথমে শুরু হলেও পরে পঞ্জাবি হাট লেডিজ শুরু হয়। এখানে লেডিজ কুর্তি, লেডিজ টপ,স্কার্ট লেগিংস পাওয়া যায়। পয়লা বৈশাখের আগে মেয়েদের পোশাক আমরা মুম্বাই থেকে নিয়ে আসি। পিওর কটন থাকে তাতে। যে পোশাক পড়লে শরীরের আরাম পাওয়া যাবে তেমন পোশাকই নিয়ে আসি। যারা স্লিম বা যারা মোটা তাদের সকলের জন্যই পোশাক থাকে। ৩৪থেকে ৫৪ পর্যন্ত সাইজের কুর্তি পাওয়া যায়। আমি নিজেই মুম্বাই যাই এরজন্য। সেব দেখে পোশাক নিয়ে আসি। পয়লা বৈশাখের আগেও অনেক নতুন পোশাক এসেছে।

ছেলেদের পঞ্জাবি থেকে মেয়েদের পোশাকে নতুনত্ব রয়েছে। সুতির ওপর নানারকম কাজ করা। বাটিক বুটিকের ওপর কাজ করা পোশাকও রয়েছে। সুতির দাম খুব বেড়ে গিয়েছে। সুতির যে কোনো ভালো কুর্তি কিনতে গেলে সাতশ টাকার নিচে পাওয়া যায় না। গুনগত মানের পোশাক পাবেন আমাদের এখানে। সাতশ টাকা থেকে দুহাজার টাকা পর্যন্ত কুর্তি পাওয়া যায় আমাদের এখানে।

এবারে পয়লা বৈশাখের কথা চিন্তা করে আমরা একটি প্রিভিলেজ কার্ড ছাড়ছি। যারা প্রিভিলেজ কার্ড আনবে বা হোয়াটাসঅ্যাপে দেখাবে তাদের জন্য ভালো রকম ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে,থাকছে বিশেষ গিফট। সারা বছর সেই গিফট থাকবে। আসতে হবে কিন্তু পাঞ্জাবি হাটলেডিজ বা যে নম্বর দেওয়া হবে সেই নম্বরে ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭ । এই নম্বরে হোয়াটস অ্যাপে যে কার্ডের কূপনটা দেখাবে তাদেরকেই ১০ থেকে ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে।

আমি একজন গানের শিল্পী। পাঞ্জাবি হাট লেডিজ থেকে কিন্তু আমরা সামাজিক সেবা করি। অনেককে আমরা বিনামূল্যে গান শেখাই। দুশজন ছাতছাত্রী গান শিখতে এলে তাদের মধ্যে কুড়িজন বাদে বাকি সকললেই আমি বিনা পয়সায় গান শেখাই। নাগরাকাটা, লাটাগুড়ি,রামশাই এলাকাতে পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে আমি সংস্কৃতি চর্চা ছড়িয়ে দিচ্ছি। তাদের মধ্যে বস্ত্রও বিতরন করি। খাদ্য বিলি করি।

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

Mobile : 9434151873

Pradip Ghosh (Manta)

প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)

হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি

আর সেই সব সামাজিক কাজ করতে গেলে অর্থ প্রয়োজন। সেই অর্থের সহযোগিতা আসে পঞ্জাবি হাট লেডিজ থেকে।

গ্রামের অনগ্রসরদের অবস্থা দেখে মন খারাপ হয়। ওদের দেখেই মনে হয় এই পঞ্জাবি হাট লেডিজ করা। পঞ্জাবি হাট লেডিজ থেকে কেউ যদি দুশ চারশ টাকার জিনিস কেনে সেই সাহায্য কিন্তু অনগ্রসর শিল্পী, অনগ্রসর শিশুদের কাছে পৌঁছে যাবে। পঞ্জাবি হাট লেডিজের লাভের প্রায় সবটাই চলে যায় চা বাগানের বস্তি এলাকায়।

শুধু ব্যবসা করবো আর নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করবো সেই মানসিকতা আমার নেই। অত সম্পত্তি নিয়ে কি হবে? মরে গেলোতো সব নিয়ে যাবো না। তাই যত ক্ষন বেঁচে আছি ততক্ষন এই সমাজের জন্য নিজেকে মেলে ধরতে চাই। একদিকে সঙ্গীত চর্চা বৃদ্ধি করা অন্যদিকে খাদ্য বস্ত্র বিলি। গানের স্কুলও খুলেছি চা বাগানে বস্তি এলাকাতে। সেই স্কুল চালাতে গেলে খরচ দরকার। কোথা থেকে আসবে খরচ? সব খরচ কিন্তু দিয়ে যাচ্ছে পঞ্জাবি হাট লেডিজ।

বাঙালির বাঙালিয়ানা মানে পঞ্জাবি পড়া। এই মাসেই কবিগুরুর জন্মদিন। এই সময়ই শান্তিনিকেতন বেশি করে মনে পড়ে আমাদের। বাঙালি বধূদের যেমন শাড়িতে বেশ সুন্দর লাগে তেমনই বাঙালি পুরুষদের পঞ্জাবি পড়লে বেশ সুন্দর লাগে।

পয়লা বৈশাখ এলেই মনে হয় রবীন্দ্র জয়ন্তী এসে গেলো। শান্তিনিকেতন থেকে আমরা বাটিক, বুটিক এখানে নিয়ে আসি আমরা। আমাদের এখানে শান্তিনিকেতনের উত্তরীয় নিয়ে আসা হয়েছে। কাঁথা স্টিচের ব্লাউজের পিস ,বাটিকের শাড়ি,কাঁথা স্টিচের চুড়িদারের পিস এসব আমরা পয়লা বৈশাখে বিশেষভাবে রাখি।

তসরের ওপর কাঁথা স্টিচও রয়েছে। অনেক উপহার অফার থাকছে নববর্ষে। পঞ্জাবি হাট লেডিজেই আসতে হবে।

প্রতি বছর শিলিগুড়ি সিটি সেন্টারে আমাদের অনুষ্ঠান হয়। এবারেও হবে। পয়লা বৈশাখকে সামনে রেখে বাঙালিয়ানা সাজে শিশুদের নিয়ে বর্ষবরনের অনুষ্ঠান হবে। সেটা ১৫ এপ্রিল রয়েছে। বাংলার সব কবিদের আধুনিক গান, শিশুদের ফ্যাশন শো, বাউল , লোক সঙ্গীত, ভাওয়াইয়া রয়েছে। ছোট নাটকও হবে এবারে। আমাদের ভাবনা মূলত শিশু কেন্দ্রিক। ওদের ভবিষ্যতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি। ছোট ছেলেরা ধুতি পঞ্জাবি, মেয়েরা শাড়ি পড়বে। বাঙালিয়ানা ফুটিয়ে তোলার দিকে আমরা নজর দেবো।

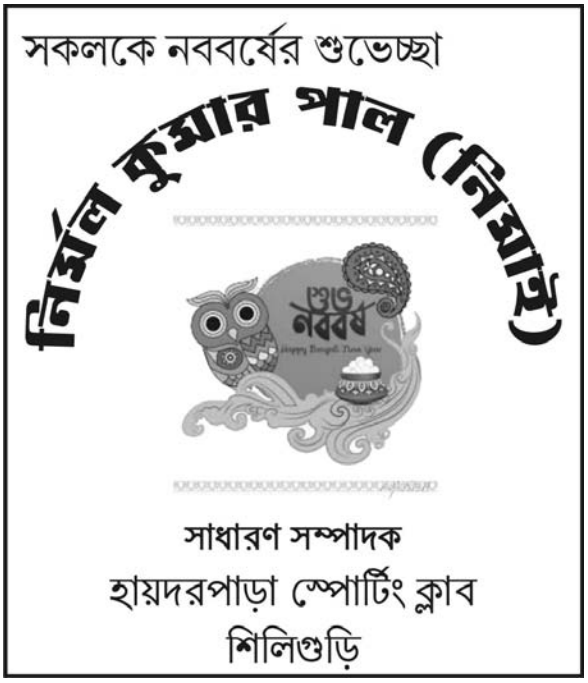

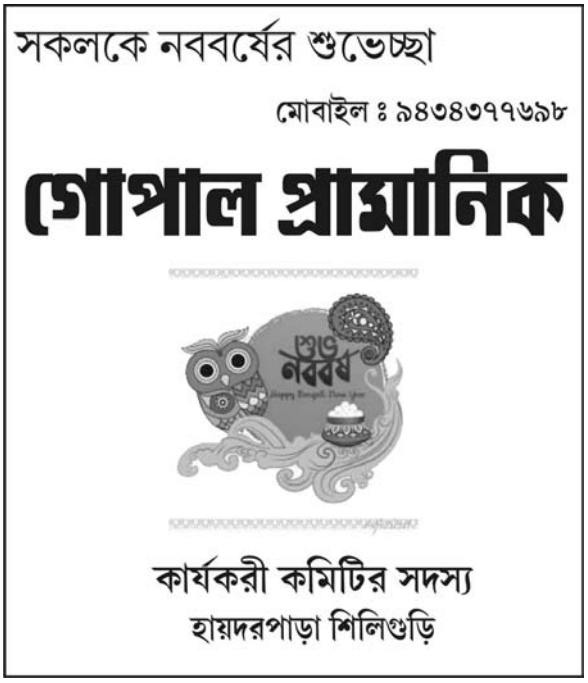

পহেলা বৈশাখ নিয়ে আসুক পরিবর্তন

সজল কুমার গুহ
(সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা, শিবমন্দির)

সকলের প্রতি ১৪৩০ বঙ্গাব্দের শুভ কামনা রইলো। বাংলা নতুন বছর ১৪৩০ সমাগত প্রায়। শুরুতে আগামী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল আপামর বাঙালিদের জন্য।সেই সঙ্গে অন্য ভাষাভাষীদের জন্য রইলো শুভেচ্ছা। বাংলা নববর্ষ মানে পহেলা বৈশাখ বাঙালিদের কাছে শুধু একটা নতুন বছরের দিন নয়, এর সঙ্গে অনেক আশা আকাঙ্খা প্রাপ্তিও বটে।বাঙালির ঘরে ঘরে পহেলা বৈশাখে পূজা অর্চনা নিয়মনীতি পালন, নতুন বস্ত্র পরিধান, গুরুজনদের প্রণাম বিনিময়ে আশীর্বাদ শুভেচ্ছা অভিনন্দন ইত্যাদি পাওয়া। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নিষ্ঠার সঙ্গে গণেশপুজো হয় নিয়মনীতি মেনে,প্রকাশিত হয় সুন্দর সুন্দর বাংলা ক্যালেন্ডার যা ওইদিন আমন্ত্রিতদের হাতে তুলে দেন , সেই সঙ্গে নানা ধরনের মিষ্টি ইত্যাদি। বাড়িতে বাড়িতে নানা রকমের খাবারদাবার তৈরি হয়, হই হুল্লোড় , হাসি ঠাট্টা মজা ঘোরাঘুরি আরও কত কিছু। মোট কথা পহেলা বৈশাখ যেন নিয়ে আসে একটা পরিবর্তন, শপথ হয় যেন আরও ভাল করে থাকা, বাঁচা, বাড়া আনন্দে সুখে শান্তিতে আগামী দিনগুলোতে। পহেলা বৈশাখে অনেক নতুন নতুন রঙ বেরঙের পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা। সত্যিকারের বাঙালিয়ানার আমেজ অনুভব করা যায়।আবার কোথাও কোথাও অনুষ্ঠান হয় বাংলা নববর্ষকে উপলক্ষ্য করে,কথায় গানে কবিতায় ছন্দে সুরে নৃত্যে মেতে ওঠে বাঙালি কবি সাহিত্যিক লেখক ও আম বাঙালি কুল। মানছি আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই এমনটা হয় না, এই প্রজন্ম পহেলা বৈশাখকে ততটা গুরুত্ব দেয় না যেমনটা দিয়ে থাকে ইংরেজি নববর্ষকে। দোষটা তাদের একার নয়, আমরা অভিভাবকরা অনেক সময় ওদের মধ্যে বাঙালিয়ানা বোধ জাগাতে পারি না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন আসতে পারে কিন্তু তাই বলে নিজস্ব আচার, আচরন, অনুষ্ঠান , সংস্কার ইত্যাদি ভুলে যাওয়া মেনে নেওয়া যায় না।

সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, সিনেমা , খেলাধূলা এমনকি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে জাতি মানে বাঙালি সবক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল সে আজ অনেক বিষয়ে পিছিয়ে, নানা অপবাদ, অপকর্ম আজ যেন বাঙালিদের নিত্য সঙ্গী হয়েছে । আবার এটাও অস্বাকীরা করার উপায় নেই যে আগের মতো না হলেও আজও বাঙালি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃতিত্বের ছাপ রেখে চলছে। তাদের কুর্নিশ।

সবশেষে বলি, পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হোক বাংলা তথা বাঙালির ঘরে ঘরে সাড়ম্বরে নিজস্ব নিয়মনীতি মেনে। বিভিন্ন সংস্থা ক্লাব ইত্যাদি এই পবিত্র দিনটি পালন করুক স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরো আরো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। শুধু রাজনৈতিক পরিচয় যা আজকাল চলছে বাঙালিদের একমাত্র পরিচয় নয় মোটেই।

নববর্ষে আমরা স্মরন মরন করি সেইসব মনিষীদের যাদের ত্যাগ তিতিক্ষায় বাঙালি বলে আমাদের সারা বিশ্ব জানে। শপথ হোক, বাংলা ও বাঙালির সব বদনাম ঘুচিয়ে আবার আগের উজ্জ্বল দিনগুলিতে ফিরিয়ে আনার। বাঙালি বলে পরিচয় দিতে যেন আগের মতো গর্ব অনুভব করতে পারি।

সত্যিকারের ধারাবাহিক চেষ্টা আমাদের আগের সুন্দর অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবে বলে বিশ্বাস করি অনেকের মতো আমিও।

জয় হোক বাঙালির,জয় হোক বাংলা ভাষা সংস্কৃতির, জয় হোক মানবতার।

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০
সুজিত ঘোষ (বাপি)
সাধারণ সম্পাদক
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া
ব্যবসায়ী সমিতি
মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন আমরা সরবরাহ করি
হায়দরপাড়া বি বি ডি সরণী
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

স্বাগত বাংলা নববর্ষ ১৪৩০

আশীষঘোষ

(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ সারা বছরই সকলের ভালো কাটুক। এই কামনা করছি। নববর্ষ বাঙালি জীবনের এক বিরাট উৎসব। হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ নির্বিশেষে সব বাঙালিরাই এই উৎসবে সামিল হন। দুর্গাপুজো , ঈদ, বৌদ্ধ পূর্ণিমা বড় দিন বাঙালিরা পালন করলেও এগুলো ধর্মীয় উৎসব। অর্থাৎ সবক্ষেত্রে সকলে সামিল হন না। কিন্তু বাংলা নববর্ষ পশ্চিমবঙ্গ , পূর্ব বঙ্গ অর্থাৎ বাংলাদেশ , ত্রিপুরা ,অসমের বাংলা ভাষী অঞ্চল বরাক উপত্যকা সব বাঙালিরাই পালন করেন। এই দিন প্রায় সমস্ত বাঙালি বাড়িতে বিশেষ মুখরোচক খাদ্য তৈরি হয়। মিস্টির দোকানগুলোতে প্রচুর মিস্টি তৈরি করা হয়। বাঙালি ব্যবসায়ীদের দোকানে হালখাতা পালিত হয়। অনেক বাঙালি ব্যবসায়ী নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার করে থাকেন। এবং ক্রেতাদের নববর্ষ উপলক্ষ্যে এই বাংলা ক্যালেন্ডার বিলি করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বর্তমান বাংলাদেশে নববর্ষ পালনের জাঁকজমক অনেক বেশি। সেখানে প্রচুর প্রভাতফেরী, ট্যাবলো , প্রদর্শনী এই উপলক্ষ্যে করা হয়ে থাকে। নববর্ষ উপলক্ষ্যে পূর্বে একে অপরকে বাংলায় নববর্ষের কার্ড উপহার দিতেন। কিন্তু তার ব্যবহার বর্তমানে অনেক কম। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা নববর্ষ উৎসব কি সবসময়ই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এতটা আকর্ষনীয় থাকবে? একথা ভাবার কারণ নতুন প্রজন্মের অনেকেই বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রতি ততটা আগ্রহী নয়। এদিন বাংলা সংবাদপত্রগুলো প্রত্যেকেই তাদের নতুন ক্রোড়পত্র বের করে থাকে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই এগুলো পড়ে না। তারা যাতে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয় তার জন্য অভিভাবকদেরও চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষকদেরও অবশ্যই দায়িত্ব রয়েছে। নতুন প্রজন্মকে বাংলা সাহিত সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের প্রবর্তন করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরাতে প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি নাম ফলকে যাতে বাংলা থাকে তা সকলকেই দেখা উচিত। বর্তমানে গ্রামীন এলাকার জাতীয় সড়কগুলোতেও পশ্চিমবঙ্গেই অনেক ক্ষেত্রে বাংলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মানুষ সচেতন হলে কখনও এরকম হোত না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নিজ ভাষাকে কখনই অবহেলা করা হয় না। বাংলা ভাষার প্রতি সকলেই যদি আমরা আগ্রহী হই তাহলেই অনন্তকাল ধরে বাংলা নববর্ষ টিকে থাকবে।

With Best Compliments From :

Ph. 9832028164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নাম ফলকে এবং ভবন বা ফ্ল্যাটের নাম অবশ্যই বাংলাতে লিখুন ।
জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করুন
বেসরকারি বাসগুলির গন্তব্যস্থল অবশ্যই বাংলাতে লিখুন
ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই নিজ ভাষায় নামফলক লেখা হয়

আশীষ ঘোষ

(শিক্ষক)

পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী

শিলিগুড়ি

দয়া করে আপনারা কেউ বাংলা ভাষাকে ভুলে যাবেন না

নির্মল কুমার পাল
(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)

সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। করোনার সময়ে আমাদের সকলের ব্যবসা বাণিজ্যের হাল বেহাল হয়ে গিয়েছিলো। করোনার সেই অন্ধকার সময় থেকে আমরা প্রায় বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এই সময় আমরা আমাদের অনেক প্রিয় জনকে হারিয়েছি। যাদেরকে আমরা হারিয়েছি তাদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম রইলো। এখন যাদেরকে নিয়ে রয়েছি তাদের সকলের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা। করোনাতে আমাদের সকলের যে ক্ষতি হয়েছে তা এখনও পূরন হয়নি। করোনার সময় শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছে। স্কুল কলেজেরও পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সেই সব ক্ষতি পূরন করবার জন্য এখন আমাদের যুদ্ধ চলছে পুরোদমে।এরই মধ্যে চলে এসেছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ। কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের এই প্রিয় বছরটিকে ভুলতে বসেছি। এখন কত বঙ্গাব্দ চলছে, বাংলা তারিখ, বাংলা মাস আমরা কিছুই এখন মনে রাখতে পারি না। সব চলছে ইংরেজি নববর্ষ নিয়ে। ইংরেজি নববর্ষ নিয়ে বেশ আনন্দ হইচই হয় ।আমার প্রশ্ন ইংরেজি নিয়ে হইচই হলে বাংলা নববর্ষ নিয়ে কেন হইচই হবে না? এটা সত্যিই মনে দুঃখ করে যে আমরা আমাদের প্রিয় সংস্কৃতি ও ভাষাকে ভুলতে বসেছি। আগে দেখতাম বাংলা ক্যালেন্ডারের বেশ প্রচলন ছিলো। এখন তা প্রায় উঠেই গিয়েছে। হালখাতা আগে বেশ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হোত। এখন সেই হালখাতার হালও ভালো নয়। অতীতে দেখেছি প্রতিটি দোকানে নববর্ষে গণেশ পুজো হোত। সেই বিশেষ দিনে দোকান মালিককে সপরিবারে কর্মচারিরাও দেখতে পেতেন। এখন সেই হালখাতা বা গণেশ পুজো নমঃ নমঃ করে হচ্ছে। কিছু কিছু সোনার দোকানে অবশ্য হালখাতার কিছু অতীত নিয়ম পালন করা হয় ।আমি আপামর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে আবেদন, দয়া করে আপনারা বাংলা ভাষাটাকে কেউ ভুলে যাবেন না। বাংলা ভাষা সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্যের একটি ভাষা বা মূল্যবান একটা বিষয়।

বাংলা পঞ্জিকা মেনে তিথি অনুযায়ী সব পূর্ণিমা, অমাবস্যা মেনে চলা হয়। পঞ্জিকাতেই সব পুজোর দিনক্ষন বলে দেওয়া থাকে। বাংলাতে বারো মাসে তেরো পার্বন। বাংলা ভাষা যে একটি অতি মিষ্টতম ও সুন্দর ভাষা সেকথা সম্প্রতি কলকাতায় এসে জানিয়ে গেলেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মর্মুও। বিদেশেও বাংলা ভাষার মর্যাদা রয়েছে। তাই নববর্ষের এই শুভ মুহুর্তে আবারও বলছি, দয়া করে আপনারা কেউ বাংলা ভাষাকে ভুলে যাবেন না। বাংলাতেই আমরা কত মনিষীকে দেখেছি। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ আরও বহু মনিষী। তাই বাংলা নিয়ে আমাদের সকলের গর্ব করা উচিত। সবশেষে বলবো, সবাই ভালো থকুন, সুস্থ থাকুন।

পার্বনের আনন্দ

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

পার্বন আনন্দ দেয় প্রতি জীবে-জনে।
নববর্ষ বা কোন তিথি,পূর্ণিমা- অমাবস্যা
পার্বন পালতে কোন তিথিতেই নেই সমস্যা।
পার্বন মানেই আনন্দ উৎসব আশীর্বাদের প্রথা।
তার সাথে আছে খাওয়ার জোর ঘটা।
দেবতা পূজায় হয় না তো পার্বন শেষ
মানুষ পূজি আমরা সবাই জন্মদিনেই বেশ।
কুমারী কন্যা পূজি আদিশক্তি মহামায়া রুপে।
ভাই-বোনের পুজো করি উভয়ের রক্ষা কল্পে।
শাকম্ভরী দেবীর পুজো, বৃক্ষ রোপন করে।
পৃথিবী পূজন করি সব পুজোর আগে,
চাঁদ, সূর্য , মাটি,জল পশুপাখির সাথে
মানুষে-মানুষে সম্পর্ক যেন অটুট থাকে।
এই প্রার্থনা প্রভু রাখি তোমার কাছে
‘‘কর্ম তখন বীণার মতন বাজবে মধুর মুর্চ্ছনাতে।

প্রতি বছরই আমি বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করি

সুজিত ঘোষ
(বাপি,সাধারণ সম্পাদক, শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। সিমেন্ট, বালি পাথর , রড ব্যবসা নিয়ে রয়েছি আমি। ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু আমার ব্যবসা।বাড়ি হায়দরপাড়া বিবাদী সরনি। প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন। নির্মান শিল্পের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী আমি সরবরাহ করি। আমি হায়দরপাড়া ব্যবাসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক , তাছাড়া বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক। এবারে আমি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। আমাদের এই হায়দরপাড়া বাজার বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাজারটা যাতে সুন্দর থাকে, বাজারটা যাতে পরিস্কার থাকে সেটাই চাই আমি। এই বাজারে সব সামগ্রী পাওয়া যায়। কাওকে ঘুরে যেতে হয় না। সব ব্যবসায়ী যাতে ভালো থাকে সেটাই আমরা চাই।করোনার জেরে বিগত দিনে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে। তবে এবারে অন্য বছরের তুলনায় পয়লা বৈশাখের ব্যবসা ভালো হবে।

শুরু থেকেই আমার দোকানে আমি বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করি। সব ব্যবসায়ী যাতে বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করেন সেটাই চাই। বাংলার ঐতিহ্য আমাদের বজায় রাখতে হবে। আমি ঐতিহ্য মেনে আমার প্রতিষ্ঠানে হালখাতা পালন করি। সেদিন নিষ্ঠা সহকারে গণেশ পুজো হয়। তারপর হালখাতা হয়। বিকালে মিস্টি বিলির সঙ্গে বাংলা ক্যালেন্ডার বিলি করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজি ক্যালেন্ডার তৈরি করি না। সকলের কাছে আবেদন জানাই,সবাই বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করুন। বাংলার ঐতিহ্য বজায় রাখুন। পুরনো ঐতিহ্য ভুলে গেলে আমাদেরই ক্ষতি। সকলের নতুন বছর ভালো কাটুক, সবাই ভালো থাকুন। সকলের প্রতি রইলো নতুন বাংলা বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা।

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

SAHA VARIETY STORES

Haiderpara , Siliguri -734006
Prop. Sarajit Saha
Mobile - 9609643040

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা
প্রতাপ কর্মকার ফোন ঃ ০৩৫৩-২৫৯৫৮৬২
৯৮৩২৪৫৩৪৭৭
৯৮৫১২২৪৩২৯

প্রতাপ জুয়েলার্স

সোনা ও রুপার সমস্ত রকম
অলঙ্কার এখানে তৈরি করা হয়

HUID হলমার্কযুক্ত গহনা
এখানে পাওয়া যায়।
বিগত ত্রিশ বছর ধরে সুনামের
সঙ্গে আমরা স্বর্ণ ব্যবসায় যুক্ত

হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

ঐতিহ্য বজায় রাখতে বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করি

প্রতাপ কর্মকার

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বাজারের প্রতাপ জুয়েলার্স থেকে সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। ১৯৯৩ সাল থেকে আমাদের দোকান। আমার ভাই অনন্ত কর্মকারকে সঙ্গে নিয়ে দোকান করি। বাংলা নববর্ষে আমরা অন্যরকমভাবে অনুষ্ঠান করি।আমরা হালখাতা করি। হালখাতার জন্য নেমন্তন্ন কার্ড তৈরি করি। প্রত্যেক ক্রেতার বাড়িতে কার্ড পাঠাই। বাংলা ক্যালেন্ডার ছাপা হয় প্রতিবছর। ক্যালেন্ডারের মধ্যে একাদশী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা সব থাকে। ১৯৯৩ সাল থেকেই বাংলা ক্যালেন্ডার ছাপা হয়। করোনার জন্য শুধু একবছর ক্যালেন্ডার ছাপা হয়নি। পয়লা বৈশাখ বাংলার নতুন বছরের শুরু। এটা বাংলার ঐতিহ্য। বর্ষবরন

আমাদের কাছে বড় উৎসব। এই উৎসব যাতে হারিয়ে না যায় আমরা সেটাই চাই। সেই কারনে আমরা হালখাতার কার্ড তৈরি করি এবং ক্যালেন্ডার ছাপা হয়। আমি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সহ সম্পাদক। সব ব্যবসায়ীর কাছেও আবেদন করি, সবাই বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করুন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এতে আগ্রহ তৈরি হবে। নতুনরা যাতে বাংলা ক্যালেন্ডারের সন, তারিখ, মাসের নাম মনে রাখতে পারে তার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। নতুন প্রজন্ম ইংরেজি বছর পালন করুক, ইংরেজি শিখুক খুব ভালো কথা। কিন্তু নিজের ভাষা বাংলা, নিজের সংস্কৃতি বাংলা যাতে কেউ ভুলে না যায় সেটাই চাই আমরা। নতুন বছরে যারা আমাদের দোকানে আসবে সোনার গহনা তৈরির জন্য তাদেরকে মজুরিতে কিছু ছাড় দেবো আমরা। পয়লা বৈশাখে দোকানে পুজো হবে। তারপর অন্য অনুষ্ঠানও হয়। বিভিন্ন সামাজিক কাজ করতেও আমি ভালোবাসি। সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
যে কোনো বিঁয়ে অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাশন
জন্মদিনে মুরগীর মাংসের জন্য যোগাযোগ করুন --

SAHA CHIKEN SHOP
Haiderpara Bazar
Underground of Haiderpara Bybsayee samiti
siliguri
Mobile -8250434669

With Best Compliments From :~
Mangal Das
CELL : 98320-61409
86378-36301

M/S DAS FABRICATION
Specialist in :
GRILLS, COLLAPSIBLE GATE
SHUTTER, STRUCTURE
ALUMINIUM DOOR, WINDOWS
STEEL GRILL & RALING
HAIDER PARA, MEGH LAL ROY ROAD
(NEAR GHUGNI MORE) SILIGURI-06

সকলকে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা
নতুন বাংলা বছর সকলের ভালো কাটুক

মনোহারী বিপনি

(প্রো ঃ ইন্দ্রনীল মুখার্জী)

বিভিন্ন প্রসাধনী এবং টয়লেট্রিজ স্টেশনারির এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি --৭৩৪০০১
(ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিপরীতে)
মোবাইল ঃ ৯৮৩২৩৮২৭০০

MONOHARI BIPANI

An Exclusive Outlet Of Cosmetics,Toiletries -Stationery & Provision
Hill Cart Road, Siliguri--734001
(Opp. United Bank Of India)
Mob: 98323 82700

পয়লা বৈশাখে বার পুজো খড়িবাড়িতে

পুস্পজিৎ সরকার (শিক্ষক)

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ১৪৩০ বাংলা বঙ্গাব্দ সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি নিয়ে আসুক এই প্রার্থনা করি। আমি শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির তরাই বি এড কলেজ থেকে বলছি। ঘোষপুকুরের কাছে খড়িবাড়ি দুধাজোতে আমাদের তরাই বি এড কলেজের সঙ্গে সঙ্গে চলছে তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট। তার পাশাপাশি সেখানে চলছে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। দুঃস্থ অনাথ অসহায় শিশুরা পড়ছে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। বুড়াগঞ্জের গায়েই এই স্কুলের অবস্থান। এইসব শিশুর পড়াশোনা সহ অন্য অনেক খরচের দায়িত্ব নিচ্ছেন অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আপনিও কোনো অসহায় শিশুকে কোনোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। যোগাযোগ নম্বর ৮৭৫৯১০০৮৭৬। শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত ওই স্কুল। কেও সেখানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তা আয়করের ৮০ জি ধারা অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

আমাদের তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনাতেই চলছে তরাই কোচিং সেন্টার। গ্রামের নতুন নতুন প্রতিভাকে খেলার জগতে টেনে আনতে চলছে তরাই কোচিং সেন্টার। প্রশিক্ষক লোকনাথ বিশ্বাস সেখানে প্রশিক্ষন দিচ্ছে। পয়লা বৈশাখের দিন সেখানে বার পুজো হবে। মহিলাদের ফুটবল সেখানে এবার থেকে শুরু হবে।

নতুন বছরে চাই সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

নতুন বছর ভালো হোক

ইন্দ্রনীল মুখার্জী

(হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি)

সকলকে ১৪৩০ বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা । নতুন বছরে সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এটাই থাকলো বিশেষ প্রার্থনা। বিগত দু-তিন বছর সমস্ত মানুষ করোনার জেরে খুব সমস্যায় ছিলেন। ব্যবসায়ীদের অবস্থাও খুব খারাপ হয়েছে। করোনা বহু মানুষের প্রানই নেয় নি, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করে আমাদের সকলকে পিছিয়ে দিয়েছি। এমনকি বাংলা বছরের শুরু পয়লা বৈশাখ আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমরা তা পালন করতে সেভাবে পালন করতে পারিনি। কারণ করোনা লকডাউনের জেরে অনেক বিধিনিষেধ ছিলো। এখন করোনার সেই ভয়াবহতা না থাকলেও সকলকে আবার মন দিয়ে ব্যবসাবাণিজ্যে নামতে হয়েছে। আমরাও ক্রেতা সাধারণের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সেভাবেই আবার নতুন করে নেমেছি।

বাংলা নববর্ষ প্রতিটি বাঙালির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পয়লা বৈশাখ বাংলার বিশেষ ঐতিহ্য। এই পুরনো ঐতিহ্য বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। নতুন বছরটা সকলের জীবনে শুভ বার্তা নিয়ে আসুক এটাই বারবার প্রার্থনা করি। আবারও মনোহারি বিপনির তরফে সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নববর্ষ

রতন বিশ্বাস
(বিশিষ্ট গবেষক, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

চৈত্র মাস শুরু হতেই বাঙালি সমাজ জীবনে বিরহের সুর ধ্বনিত হয়। একটা বছর ফেলে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথের কথায় আসি। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন নতুনের আহ্বানের কথা বলেছেন, আবার পৃথিবীর অন্য প্রানী জগতের কথা ভেবেছেন। প্রকৃতি লালিত পাখিরা জানে না বর্ষ শেষের বিষয়, বকেরা বর্ষশেষের উপদেশ। তাদের জীবনযাত্রার ধরন অন্য মাপের। মানবজীবনের ক্ষেত্রে ভিন্ন সূত্র।

বিশ্ব কবি বলেছেন, ‘ মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি/আপনাকে ভাগ করে শতখানা করি।’(বর্ষ শেষ)

চৈত্রের পালাবদলের চিত্রটা পরিস্কার হয় চড়ক পুজোকে কেন্দ্র করে। এই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে দলে দলে সিঁদুর মেখে সিঁদুর রঙের জামাকাপড় পরে ঢাক বাজিয়ে আর শিবলিঙ্গ মাথায় করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। চৈত্রের অন্তিম লগ্নে চড়ক পুজোয় বাঙালির একটা উৎসব পালিত হয়। শুধু হয় নতুনের আহ্বান। পয়লা বৈশাখে বাংলার ঘরে ঘরে শিশু থেকে বৃদ্ধরা সকলে নতুন জামাকাপড়ে সেজে ওঠে। এমন কি দেখা যায়, বাড়ি বাড়ি যে সব মহিলারা রান্না বা অন্য কাজ করে, তারাও নতুন পোষাকের স্বাদ পায়। এতো নববর্ষের উৎসব। তবে ভালো মন্দ খাবার বাদ যায় না। এই পার্বনের আর একটা অঙ্গ হালখাতা। পুরনো দিনে দেখা যেত, দোকানিরা বাড়ি বাড়ি যথাসময়ে আমন্ত্রণ পত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। দোকানীরা বলতে সোনার গয়নার, কাপড়ের, মুদিখানার , মনোহারী সব ধরনের হালখাতার ব্যবস্থা ছিল। ওই সব দোকানের ক্রেতারা হালখাতা করতেন। যাদের বাকি থাকত তাঁরা শুধু নন, অন্য সকলেই দোকানগুলোতে আসতেন। বিভিন্ন খাবারের প্যাকেট ক্রেতাদের হাতে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় হত। ক্রেতাবিক্রেতা সকলেই আনন্দের ভাগীদার হতেন। বর্তমান সময়ে ওই পরিবেশ নেই। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমান নববর্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদের সুযোগ রয়েছে।

এলো বৈশাখ

অদিতি পি চক্রবর্তী
(ভক্তিনগর চেক পোস্ট লাগোয়া অঞ্চল, শিলিগুড়ি)

চৈতালী বিদায়ে এলো বৈশাখ
নববর্ষের হলো শুভ সূচনা,
মঙ্গল ঘট বসে, শঙ্খ বাজে
বধূরা আঙিনায় আঁকে আল্পনা।
গন্ধরাজ হেসে সুবাস ছড়ায়,
মাধবী বিতানে অলি
গুন গুন গায়।
গ্রীষ্মের দাবদাহে ঝড়ের আভাস--
দীর্ঘদিন আর উষ্ণ বাতাস,
ক্লান্ত শ্রান্ত প্রকৃতিরই বুকে
হঠাৎ বৃষ্টি এসে করে উল্লাস।
নবরুপে ধরা দেয় চাঁদ আকাশে,
বৈশাখী পূর্ণিমা, আলোয় ভাসে।
চির নুতনেরে কে দিলোরে ডাক,
শুভ জন্মদিনের ক্ষন
পঁচিশে বৈশাখ।
ছন্দে ছন্দে গানে গানে যে হায়
সুরের আগুন ছড়িয়ে দিলো কে
মোদের সুরের গুরু এলেন ধরায়
ধন্য আমরা ভারতবাসী যে।

প্রভু যীশুর ক্ষমার দর্শন এক বিরাট আলোর রাস্তা

রেভারেন্ড আই সাইমন ওয়ালিং

(অধ্যক্ষ, বেথেল ইন্সটিটিউট অফ থিওলজিক্যাল স্টাডিজ)

নমস্কার সকলকে।জয় যীশু। আমার বাড়ি নাগাল্যান্ডে। সম্প্রতি আমি শিলিগুড়ি শালবাড়িতে অবস্থিত বেথেল ইন্সটিটিউট অফ থিওলজিক্যাল স্টাডিজে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছি।

গুড ফ্রাইডে নিয়ে আমি আজ আপনাদের সামনে দুচারটে আধ্যাত্মিক কথা বলবো। প্রভু যীশুখ্রীস্ট ছিলেন খোদ পরমেশ্বরের এক বিশেষ দূত। প্রভু যীশুখ্রীস্ট ছিলেন পরমেশ্বরের অংশ। ঈশ্বরের অংশ হওয়া সত্বেও তিনি সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করে মনুষ্যসমাজকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। সংসারে তিনি এসেছিলেন মানুষকে উদ্ধারের জন্য। সারা জীবন তিনি এমন এমন সব কাজ করে দেখিয়েছেন যা আমাদের সকলের কাছে সবসময় শিক্ষনীয়। এমনকি তিনি ক্রুশে যাওয়ার মুহুর্তেও তিনি আমাদের আলোর দিশা দেখিয়ে গিয়েছেন।

যতটা সময় তিনি পৃথিবীতে ছিলেন তিনি সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে পাপমুক্ত করার কাজ করে গিয়েছেন। তিনিই ছিলেন জীবন, তিনিই ছিলেন আলোর দিশারী। ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া মৃত্যুবরন হলো অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, নৃশংস এবং অত্যন্ত দুঃখময় ।সমগ্র সংসারের পাপ নিজের কাঁধে নিয়ে তিনি সকলের মুক্তির জন্য, সকলে যাতে ভালো থাকে সেইজন্য নিজে ক্রুশে গিয়েছেন। নিজে ক্রুশে গিয়েও তিনি পাপীদের ক্ষমা করার বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। সমগ্র মানব সমাজের কাছে তাঁর ক্ষমার বার্তা আজও বিরাট এক আলোর পথ। প্রভু যীশু পাপীদের ক্ষমা করার কথা বলে গিয়েছেন। তিনি পাপকে ধ্বংস করতে বা সাজা দিতে পৃথিবীতে আসেননি। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন সকলকে আলোর রাস্তা দেখাতে। তিনি আমাদের রাজকুমার, আলোর দিশারী। তিনি আমাদের সকলের প্রভু। যারা তাঁকে নিয়ে মজা করছিলেন, যাঁরা তাঁকে হিংসা করছিলেন তাঁদের সকলকে তিনি বার্তা দিয়েছেন। তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণার সময়ও প্রার্থনা গিয়েছেন পরমেশ্বরের প্রতি, 'হে প্রভু, এরা জানে না -- এরা কি অপরাধ করছে। এদের তুমি ক্ষমা করো।'

ক্রুশে যাওয়ার তিনদিন পর তাঁর আবার পুনরুত্থান ঘটে। যাকে আমরা বলি, ইস্টার সানডে। মৃত্যুকে জয় করে তিনি কবরস্থান থেকে উঠে এসেছিলেন তিন দিন পর। তিনি সংসারের সব পাপ, দুঃখ সবকিছু ক্রুশে তুলে দিয়েছিলেন। তাইতো গুড ফ্রাইডে।

গুড মানে হলো আমাদের পাপকে, আমাদের কালো দিকগুলো আলোর দিকে নিয়ে যাওয়া। আমাদের সব কালো দিকগুলো সব ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত যীশুখ্রীস্ট। সমগ্র মানবতার জন্য এই গুড ফ্রাইডে। সমগ্র পৃথিবীর ভালোর জন্য এই গুড ফ্রাইডে। এত যন্ত্রণাময় মৃত্যুর পরও প্রভু যীশু সকলকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। তিনি নিজে যন্ত্রণা সহ্য করে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু আমাদের ভালো চেয়েছেন।

আমাদের তিনি এক নতুন জীবন দিয়েছেন। আমাদের ভালোর জন্যই তিনি সব কাজ করেছেন, তাই আমরা বলি গুড ফ্রাইডে।

প্রভু যীশু হলেন শান্তির রাজকুমার। যাঁরা হৃদয় থেকে প্রভু যীশুকে গ্রহন করেছেন, তাঁরা শান্তির দিশা মনের মধ্যে সবসময় রেখেছেন। প্রভু যীশ শান্তির আশীর্বাদ দিয়ে গিয়েছেন আমাদের। প্রভু যীশু আমাদের প্রেমের বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। পরস্পর হিংসা, ক্রোধ পরিহারের কথা প্রভু যীশু সবসময় আমাদের বলে গিয়েছেন। সংসারে যারা হিংসা করে, যারা সবসময় সংসারে লোভে থেকেছেন, যারা পরস্পর ঘৃণাতে মেতেছেন। তারা এতে শান্তি পাবেন না। প্রভু যীশু পরম শত্রুকেও প্রেম করতে বলেছেন। তিনি আমাদের বিবেক জাগ্রত করতে চেয়েছেন। আমরা যাতে সৎ পথে চলি সেই দিশাই বারবার প্রভু যীশু দেখিয়ে গিয়েছেন। হিংসার বদলে প্রতিহিংসার কথা কখনও প্রভু যীশু বলেননি। ক্ষমা করার গুন অর্জন করাও বিরাট গুন। ক্ষমার গুন নিজের ভিতরে অর্জন করতে হলেও প্রভু যীশুকে হৃদয় থেকে গ্রহন করতে হবে। আজ চারদিকে এত হিংসা, এত অশান্তি হচ্ছে। আর সেইসব থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের প্রভু যীশুকে জানা প্রায়াজন। প্রভু যীশুর প্রেমের দর্শন গ্রহন করতে হবে। প্রভু যীশু সকলের ভালোর জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন , তিনি ছিলেন পরম ঈশ্বরের দূত। আমাদের সংশোধনের জন্য আজ প্রভু যীশুর আলোর পথ দেখতে হবে।

আমরা প্রোটেস্টান্ট। গুড ফ্রাইডের দিন সকাল থেকে আমরা উপবাস করবো। গির্জাতে আমরা উপস্থিত হবো। প্রার্থনা করবো প্রভু যীশুর কাছে। প্রভু যীশু আমাদের পাপের জন্য এই দিনে আমাদের ভালো রাখতেই নিজেকে স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান দিয়েছেন। তাই প্রভু যীশুর সঙ্গে থাকবার জন্য আমরা এই দিনে উপবাস করি। আমরা এই দিনে বিশেষ প্রার্থনা করি । পরমেশ্বরকে আমরা এই দিন ধন্যবাদ দিই এই বলে যে আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য এই দিনে প্রভু যীশু আত্মবলিদান করেছেন। এই দিনে প্রভু যীশুর বার্তাগুলো আমরা সব স্মরন করবো। এদিন যেমন দুঃখের তেমনই আনন্দের। প্রভু যীশুর আত্মবলিদান, ক্ষমা, প্রেম ও শান্তির ধর্মা নিয়ে আমরা এই দিনে গান গাইবো। আলোচনা করবো। প্রভু যীশু আমাদের সব পাপ থেকে মুক্ত করে আলোর দিকে নিয়ে চলুক এই সময়। এবারে ৭ এপ্রিল সেই গুড ফ্রাইডের দিন।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

উত্তরবঙ্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার চিকিৎসা জগতে নতুন দিশা আনন্দলোকের পেট সিটি স্ক্যান ও গামা মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাংলাদেশের একাংশ, নেপাল, ভুটান, উত্তর বিহার, নিম্ন অসম সহ উত্তরবঙ্গের প্রচুর মানুষ ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য মুম্বাই বা দক্ষিন ভারতের রাজ্যগুলোতে যান। জটিল ব্যাধিতে ভুগতে থাকা মানুষজনকে শিলিগুড়ি হয়ে ওই সব বড় বড় শহরে যেতে হয়। কিন্তু শিলিগুড়িতেই যদি ক্যান্সার নির্নয়ের অত্যাধুনিক মেশিন বসানো যায় তবে সেই সব মানুষগুলোকে আর অতিরিক্ত অর্থ এবং সময় ব্যয় করে বাইরে যেতে হবে না। শিলিগুড়ির আনন্দলোক সোনো স্ক্যান মেশিন সেন্টার সেই চিন্তা করেই ক্যান্সার নির্নয়ের অতি আধুনিক মেশিন বসানোর উদ্যোগ নেয়। শিলিগুড়ি মহানন্দা সেতুর কাছে হিলকার্ট রোডের পাশে কুলিপাড়া এলাকাতে রয়েছে আনন্দলোক সোনো স্ক্যান সেন্টার, তার পাশেই একেবারে আলাদা পরিকাঠামো এবং আলাদা বিল্ডিং তৈরি করে বসানো হয়েছে পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে মে মাসের

মাঝামাঝি সময়ে এই মেশিনের উদ্বোধন হয়ে যাবে। এখন মুম্বাইয়ের ভাবা এটমিক রিসার্চ সেন্টার এবং এটমিক এনার্জি বোর্ডের তরফে ওই মেশিন শুরু করানোর আগে বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আনন্দলোক সোনোস্ক্যান সেন্টারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ অরিন্দম প্রামানিক এসব তথ্য জানিয়ে বলেন, ক্যান্সার নির্নয়ের অতি আধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন বসানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিকাঠামোতেই গামা ক্যামেরাও বসছে। গামা ক্যামেরার সাহায্যে ত্রিশটি এবংপেট সিটি স্ক্যান মেশিনের সাহায্যে দশটি সবমিলিয়ে চল্লিশরকম ব্যাধি চিহ্নিতকরনের কাজ সহজ হবে। সেই অনুযায়ী সেসবের চিকিৎসাও সহজেই করতে পারবেন রোগীর পরিজনরা। উত্তরবঙ্গ সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় চিকিৎসা জগতে এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলা যায়। এই এলাকা থেকে জটিল অনেক রোগের চিকিৎসার জন্য রোগী ও তাদের পরিজনদের বাইরে যেতে হয়। দেশের বড় বড় শহরে যাতায়াত করার অতিরিক্ত খরচ, তার সঙ্গে হয়রানিও রয়েছে,সেই সব অশান্তি এখন অনেকটাই দূর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আনন্দলোক স্কোনো স্ক্যান সেন্টার এতদিন বিভিন্ন রোগ নির্নয়ের পরীক্ষানিরীক্ষার সঙ্গে চিকিৎসার দিশা দেখাতে পেরেছে রোগী সাধারণকে। সেই চিকিৎসা যাত্রায় আরও আধুনিকতম সংযোজন বা ব্যবস্থাপনা শুরু হলে বহু মানুষের প্রাণও বাঁচবে। জটিল ব্যাধি হওয়ার আগে বা রোগের শুরুতেই তা চিহ্নিত করা গেলে রোগীর আয়ুও অনেকটাই বেড়ে যাবে। ডাঃপ্রামানিক জানিয়েছেন, তাঁরা গরিব সাধারণ রোগীদের কথাও চিন্তা করেন। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষাতে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে গরিব সাধারণ রোগীদের অনেক ছাড় দিয়ে থাকেন।সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে তাঁরা মাত্র ৫০০ টাকায় ক্যালসিয়াম স্কোর নির্ণয়ও করেন। এককথায় এই অঞ্চলের মানুষের কথা চিন্তা করেই সর্বপ্রথম অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান এবং গামা মেশিন বসছে শিলিগুড়িতে। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও নিম্ন অসম, বিহার,সিকিম, ভুটান থেকে বহু মানুষ এই মেশিন সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। নতুন বাংলা বছরে এই এলাকার মানুষের চিকিৎসার জন্য আনন্দলোক কর্তৃপক্ষের একটি বড় দিশা বললেও ভুল হবে না।